ব্রহ্মদেশের শিবাজী

আলঙফয়া

শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী এম, এ, বি, এল

প্রকাশক—
শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী
যুগবাণী সাহিত্যচক্র,
১৪ কৈলাসবোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সহস্র
আষাঢ় ১৩৩৮

মুদ্রাকর
শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী
ঘোষ প্রেস,
৩৮ শিবনারায়ণদাস লেন, কলিকাতা

দাম আট আনা।

ভূমিকা

আমি রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকিয়াও "ব্রহ্মদেশের শিবাজীর" পাঠক-পাঠিকাদের দু'টো কথা বলবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

লেখক বেশ কৃতিত্বের সহিত সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় যথাযথ ভাবে "আলঙফয়ার" জীবন চিত্রিত করিয়াছেন এবং পুস্তকখানি খুব সময়োপযোগী হইয়াছে—এজন্য লেখক আমার ধন্যবাদার্হ।

গৌরবময় ভারতের সঙ্গে গৌরবময় ব্রহ্মের একদিন মিলন ছিল, আজ আবার এই দুই পরাধীন সর্ব্বহারা দেশ মিলিয়াছে। কিন্তু কেহই কাহাকেও ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছে না। আবার এক তৃতীয় পক্ষ এখন এই মিলনের পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া এই দুই এক ভাবাপন্ন দেশকে চিরবিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এরূপ দুর্দ্দিনেই এরকম বই'র বিশেষ প্রয়োজন।

এই পুস্তকের তরুণ পাঠক-পাঠিকার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন যুবক আলঙফয়ার মত স্বাধীনতাকামী হইয়া নিজের দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জীবন পণ করিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন; যেন মনে রাখেন "পরাধীনের স্বাধীনতা

অর্জ্জনই একমাত্র ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য”।

বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে আলওফয়ার সৃষ্টি হউক—আলওফয়ার আদর্শে সমগ্র দেশ অনুপ্রাণিত হইয়া তুমুল স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউক আর সেই সংগ্রামের কাড়া, নাকাড়ার ধ্বনিতে সমস্ত দেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠুক—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা ও একমাত্র কামনা।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া যুব-হৃদয় বিপ্লবী মনোবৃত্তি লইয়া রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, সমাজে সমস্ত অন্যায়ের আমূল পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হইলেই এই পুস্তক প্রকাশের ও পাঠের সার্থকতা।

আমি আশা করি, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় আলওফয়ার জীবনী প্রকাশিত হইয়া সমগ্র ভারতকে আলওফয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

লেখক চিরজীবী হইয়া আরও এরূপ পুস্তক প্রণয়নে মনোযোগী হইলে বাধিত হইব।

Charmichael Medical
College Hospital.
Belgachia, Calcutta.
19-6-31

ইতি—আশীর্ব্বাদক
ভিক্ষু উত্তম

ব্রহ্মদেশের শিবাজী

আলঙফয়া
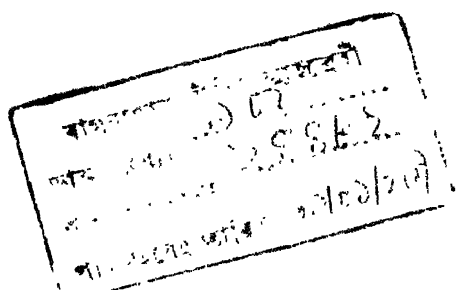
পূর্ব্বকথা

তোমরা অনেকেই বড় বড় ষ্টীমার দেখেছ। সমুদ্র পার হয়ে, দূরদেশে পাড়ী দিতে হ'লে, এ সব ষ্টীমারে করে যেতে হয়। তিনশ' বছর আগেও এই সব ষ্টীমার ছিল না। বড় বড় পালের জাহাজে চড়ে লোকেরা সমুদ্র পার হতো। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও বড় বড় জাহাজে করে সমুদ্র পার হতেন। হাজার হাজার বছর আগে তাঁরা নানাদেশে গিয়ে বাণিজ্য করতেন; ধর্ম্ম-প্রচার করতেন, কেউ কেউ সেই সব দূরদেশে বাড়ী ঘর তৈরী করে বাসও করতেন। এখন ইউরোপের লোকেরা নূতন নূতন দেশে গিয়ে বসবাস করে। কিন্তু আমাদের

আগের সেই বৈভব নেই, নিজের দেশেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি না, বিদেশে গিয়ে থাকা ত অনেক দূরের কথা! যাক্ সে কথা, তোমরা বড় হয়ে প্রাচীন হিন্দু-দের সম্বন্ধে জান্‌তে চাইলে, তাঁদের সম্বন্ধে সব কথা জান্‌তে পার্‌বে। তাঁরা যা যা করে গিয়েছেন অনুসন্ধান করলে এখনও নানা দেশে তার চিহ্ন দেখতে পাবে।

এই গোটা ভারতবর্ষ হিন্দুদের রাজ্য ছিল। তার দক্ষিণ ভাগের নাম ছিল দাক্ষিণাত্য। দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ প্রদেশে তেলিঙ্গনা বলে একটা জনপদ ছিল। সেই তেলিঙ্গনা হ'তে হিন্দুরা বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশে যেতেন। ব্রহ্মদেশে গিয়ে তাঁদের অনেকেই বাড়ী ঘর তৈরী করে বাস করতেন। এর ফলে ক্রমে হিন্দু আর্য্যদের সঙ্গে বর্ম্মার মঙ্গোলীয়দের বিবাহ সম্বন্ধ হ'তে লাগ্‌লো। আর তাদের যে সব ছেলে-মেয়েরা জন্মালো, তারা স্বতন্ত্র নূতন জাত রূপে পরিগণিত হ'লো। তাদের পূর্ব্বপুরুষ তেলিঙ্গনা থেকে গিয়েছে, তাই তারা বর্ম্মাদেশে তেলেঙ বলে পরিচিত। বর্ম্মায় এই তেলেঙ জাতি ক্ষমতাশালী হ'য়ে, বর্ম্মার পূর্ব্ব উপকূলে রাজ্য বিস্তার করেছিল। সে রাজ্যের রাজধানী ছিল থেটন সহর। তারপর তেলেঙরা রাজ্য বিস্তার কর্‌তে কর্‌তে আরও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিল। শেষে ইরাবতী নদীর সমস্ত বদ্বীপ ভাগ তারা দখল করে।

প্রোম সহর হ'তে সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে তাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। তখন তেলেঙ রাজ্যের রাজধানী হয় পেগু সহর।

বর্ম্মাদেশে তেলেঙদের রাজ্য ছাড়া শান আর বর্ম্মা এই জাতিরও রাজ্য ছিল। প্রোম সহর হ'তে উত্তর দিকে বর্ম্মাদের রাজ্য ছিল। তাদের রাজ্যের রাজধানী ছিল আভা নগর। পূর্ব্ব দিকে মাল ভূমিতে ছিল শানদের রাজ্য। তখনকার সময়ে শান রাজ্যে অনেক ছোট ছোট রাজা (সবোয়া) ছিলেন। শান রাজারা ছিলেন স্বাধীন। তবে বিপদে পড়ে তারা কখনও বর্ম্মা রাজার শরণ নিতেন, কখনও বা তেলেঙ রাজার বশ্যতা স্বীকার করতেন। বর্ম্মারা যেমন, তেলেঙরাও তেমনি তাদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে সাহায্য পে'ত। তারা সহজে নুয়ে পড়ে বশ্যতা স্বীকার করত, তাই তাদের জাতশত্রুও কেউ ছিল না।

কিন্তু বর্ম্মারা ছিল তেলেঙদের জাতশত্রু। এই দুই জাতি কারও কাছে কেউ হার মান্‌তে চাইত না। তাই ছিল তাদের মধ্যে রেষারেষি, আড়াআড়ি। এই আড়াআড়ি শত শত বছর ধরে চলে আস্‌ছিল। কোন বর্ম্মা রাজা শক্তিশালী হ'তে পারলেই তেলেঙ রাজ্য জয় করতেন, তেলেঙদের নির্য্যাতন করতেন। তেলেঙরা উৎপীড়িত হ'য়ে দেশ ছেড়ে শ্যামরাজ্যে গিয়ে আশ্রয়

নিত। আবার কোন তেলেঙ রাজা প্রবল হ'য়ে উঠলেই বর্ম্মাদের রাজ্য জয় করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। আর তাদের পরাস্ত করতে পারলেই তাদের পশুর মতন হত্যা করতেন। নিগৃহীত হ'য়ে বর্ম্মাদের কেউ আরাকানে পালিয়ে যেত। কেউ কেউ উত্তর দিকের পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাত। এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। বর্ম্মা দেশের ইতিহাসে তার প্রমাণও যথেষ্ট আছে।

বিদ্রোহী

ব্রহ্মদেশের সব চেয়ে বড় নদী হল ইরাবতী। ইরাবতী নদীকে হিন্দুরা গঙ্গার মত পবিত্র মনে করে। নাগা পাহাড় হ'তে চিন্দুইন নদী দক্ষিণ দিকে এসে ইরাবতীর সঙ্গে মিশেছে। এই ইরাবতী আর চিন্দুইন নদীর মাঝে টাবিন জেলা, টাবিনের এখন নাম হয়েছে সোয়েবো। এই টাবিনের এক গ্রামে এক শিকারী বাস করতো। খেলায় ধুলায় সে তার সাথীদের হারিয়ে দিত বলে তাকে লোকে অঙজেয়া বলে ডাকতো। বর্ম্মা ভাষায় অঙজেয়া কথার অর্থ হচ্ছে "জয়ী।" তার বিপুল শক্তি দেখে

শিকারীরা তাকে নেতা বলে মান্‌তো ; সেও সকলের কাছে মুসোবো বলে পরিচিত ছিল। মুসোবো শব্দের অর্থ "শিকারী-নেতা !" তার গ্রামকেও লোকে মুসোবো মেও অর্থাৎ 'শিকারী-গাঁ' বলে নির্দ্দেশ করত। এই মুসোবো নাম থেকে বর্ত্তমান সোয়েবো নামের উৎপত্তি হয়েছে !

অঙজেয়ার বাপ ছিল তাদের গ্রামের মিউথুজী বা সর্দ্দার। সে গ্রামের লোকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রাজসরকারে জমা দিত। গ্রামের দুষ্ট লোকদের সাজা দিয়ে গ্রামের শান্তি রক্ষা করত। সারা-জীবন সে বর্ম্মা রাজার অধীনে কাজ করেছিল। কিন্তু তার শেষ বয়সে (১৭৫২ খৃষ্টাব্দে) তেলেঙরাজা বিন্যা-ডালা বর্ম্মা রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তার রাজ্য কেড়ে নেন। তেলেঙরা বর্ম্মাদের হারিয়ে দিয়ে আভা নগরে আগুন লাগিয়ে দিল। বর্ম্মাদের রাজধানী আভা ধ্বংস হ'য়ে গেল। তাই তেলেঙ বিন্যাডালা বর্ম্মাদের রাজা হ'ল। বর্ম্মা রাজাকে বন্দী করে তেলেঙ রাজা পেগুতে গেলো। তখন তেলেঙ রাজার প্রতিভূ হ'য়ে বর্ম্মাদের শাসন করবার জন্য আভায় রইল তেলেঙ রাজার ছোট ভাই যুবরাজ, আর তেলেঙ সেনাপতি ডালাবন।

রাজ্য জয় করে তাকে ত শাসন করতে হ'বেই তাই তেলেঙ রাজার প্রতিভূরা নূতন রাজ্যের লোকদের বশ

করবার জন্য চারিদিকে সেনাপতিদের পাঠিয়ে দিল। সেনাপতিরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বর্ম্মাদের তেলেঙ রাজার দেওয়া জল পান করাতে লাগলো। এই জলকে বলে গিস্‌সায়ে (দাস্য বারি)! যারা এই জল পান করে বুঝ্‌তে হবে তারা বিজয়ী রাজাকে তাদের সম্রাট বলে মেনে নিচ্ছে, আর চিরকাল রাজার অনুগত প্রজা হয়ে থাক্‌বে বলে প্রচার করছে। যারা এই জল পান করতে অস্বীকার করে বুঝতে হবে তারা রাজাকে মান্‌তে চায় না। লোকেরা অস্বীকার কর্‌লেই সেনাপতি সৈন্যদের নিয়ে তাদের সাজা দেয়, জোর করে তাদের রাজার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করে। এইজন্য সেনাপতিরাই জল নিয়ে চারিদিকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তেলেঙ সেনাপতিদের হাত থেকে গিস্‌সায়ে পান কর্‌তে কোন বর্ম্মা প্রজা অস্বীকার করলো না! তারা স্বচ্ছন্দে এই জল পান করে চিরকাল তেলেঙ রাজার বশে থাক্‌বে বলে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল। গায়ের জোরে যারা দেশ জয় করে, তারা অত্যাচার করবার সময় ন্যায় অন্যায় কারণ শুন্‌তে চায় না। খেয়াল হলেই লোকদের আকারণে কষ্ট দেয়। তেলেঙ সেনাপতি সোয়েবোর দিকে আস্‌ছে শুনে অঙজেয়ার বাপ গ্রামের লোকদের ডাকালো। গ্রামের পাশে ঝায়াতে (বিশ্রাম ঘরে) তাদের পঞ্চায়েৎ বস্‌লো। বুড়োরা বল্ল, "যিনি রাজা হবেন, তাঁকেই

আমাদের কর দিতে হবে। আমাদের রাজা তেলেঙদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছেন। এখন তেলেঙ বিন্যাডালা রাজা হয়েছেন—কাজেই তাঁকেই আমাদের কর দিতে হ'বে। এখন দিতে আপত্তি কল্লে কি ফল হ'বে? তাতে তেলেঙ সৈন্যরা এসে শুধু শুধু অত্যাচার করবে বই ত নয়! তারা আমাদের রেহাই দিবে না, জোর করেই কর আদায় করবে। সব দিক ভেবে দেখে, আপত্তি না করে এখন আমাদের রাজ কর দেওয়া উচিত!" অঙজেয়ার বাপও এই প্রস্তাবে সম্মত হ'লো। সকলে তেলেঙ রাজার বশ্যতা স্বীকার করবে, তেলেঙ রাজাকেই কর দেবে গ্রামের বৈঠকে স্থির হ'লো।

কিন্তু অঙজেয়া একেবারে বেঁকে বসলো। বুড়ো মাতব্বরদের এই পরামর্শে সে ক্ষেপে উঠ্‌লো। একলাই বৈঠকে দাঁড়িয়ে নির্ভীক কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করলে—"লাথির বদলে সেলাম ঠুক্‌তে আমি পার্‌ব না। তেলেঙ সৈন্যেরা বর্ম্মাদের উপর কত অত্যাচার কর্‌ছে, তা তোমরা শুন্‌ছ। পথে-ঘাটে, নগরে-বন্দরে, বর্ম্মারা অপমানিত হ'চ্ছে! এর প্রতিকার আমাদের কর্‌তেই হ'বে। শত্রুদের আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না। তাদের কর দিয়ে কিছুতেই সাহায্য কর্‌ব না। সব সময় আমি তাদের ধ্বংসের চেষ্টা কর্‌বো।" একজন বুড়ো তাকে প্রশ্ন কর্‌ল, "কেমন করে শত্রুদের তুমি ধ্বংস

করবে? তোমার সৈন্য কৈ? হাতিয়ার কৈ? তোমার মুখের কথা আর গায়ের জোরেই কি শত্রু ভয়ে পালিয়ে যাবে?" অঙজেয়া উত্তর দিল, "ভাণ্ডারে ভরা অস্ত্র থাক্‌লেও সব সময়ে শত্রুকে জয় করা যায় না। সৈন্য দলে পর্য্যাপ্ত সৈন্য থাক্‌লেও শত্রু তাড়ান যায় না। দলে সৈন্য কম কি বেশী হলো সে বিচার আমি করি না; সৈন্য অল্প হলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নেই! প্রাণের টানে সেই অল্প কয়জন লোক এগিয়ে এলেই যথেষ্ট; এমন কয়েকজনকে পেলেই আমি যুদ্ধে নাম্‌ব। হাতিয়ার আপনি এসেই জুট্‌বে।" অঙজেয়ার কথা শুনে কেউ আর জবাব দিল না সবাই প্রাণের মাঝে একটা নূতন বল পে'ল। তখন অঙজেয়া আবার বলে উঠ্‌ল "আমি তেলেঙদের সঙ্গে কিছুতেই আপোষ করব না। তাদের দেশ থেকে তাড়াতে না পারি, তাদের সুখে এ দেশে রাজত্ব করতে দেবো না। পদে পদে বাধা দেবো। বাড়া ভাত কেড়ে নেওয়ার শক্তি হয় ত হবে না, কিন্তু চেষ্টা করলে বাড়া ভাতে ধুলো সবাই কিছু মিশিয়ে দিতে পারে।" অঙজেয়ার কথা শুনে কয়েকজন যুবকের মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। তারা যেন এই পথের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল, এতদিন খুঁজে পাচ্ছিল না। আজ হঠাৎ এই পথ খুঁজে পেয়ে তারা উৎসাহে লাফিয়ে উঠ্‌ল। সেই মুহূর্ত্তেই তারা সঙ্কল্প করল দেশের মুক্তির

জন্য তারা যুদ্ধ করবে। শত বিপদ আসে আসুক, প্রাণ যায় যাক, তাতেও ক্ষতি নেই!

শঠ চূড়ামণি

অঙজেয়া যা বলেছে তা করবেই সকলে জানত। গ্রামের কয়েকজন যুবক অঙজেয়াকে ভালবাসত, তাকে অনুসরণ করত। তারা এসে অঙজেয়ার সাহায্য করতে লাগল। সকলে মিলে এবার যুদ্ধের জন্য তৈরী হ'তে লাগল। ফিরিঙ্গি গাঁ তাদের গ্রাম থেকে বেশী দূরে ছিল না। সেখান থেকে কয়েকটা ভাঙ্গা মরচে ধরা বন্দুক তারা সংগ্রহ করল। সে গুলিকে সারিয়ে নিয়ে কোন রকমে কাজের উপযুক্ত করে তুল্ল। এ দিকে তেলেঙ সেনাপতি গ্রামের পর গ্রামে গিস্‌সায়ে বিলিয়ে আসছিল। সকল গ্রামের খাজনাও আদায় করে রাজার কাছে পাঠাচ্ছিল। বর্ম্মা প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচারও চলছিল, তেলেঙদের অত্যাচারের কথা শুনে অঙজেয়া আর তার সঙ্গীরা তার প্রতিকার করবার নানা উপায় চিন্তা করতে লাগল। এখন খাজনা আদায় করতে তেলেঙ সেনাপতি মুসোবোর পাশের গ্রামে

এলো। সেখান থেকে মুসোবোর সর্দ্দারকে ডেকে পাঠাল। সর্দ্দার বুড়ো মানুষ। সে নিজে গেল না। তার উপযুক্ত ছেলে অঙজেয়াকে পাঠিয়ে দিল। তেলেঙ সেনাপতি মাত্র ৪০ জন সৈন্য সঙ্গে করে এসেছিল। অঙজেয়া এ কথা জান্‌তে পেরে ৪০ জন খুব বিশ্বস্ত সহচর সঙ্গে নিয়ে গেল। তেলেঙ সৈন্যরা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম কর্‌ছিল। অঙজেয়া আপনার দলবল নিয়ে হঠাৎ তাদের আক্রমণ কর্‌ল। তেলেঙরা তৈরী ছিল না। তারা বর্ম্মাদের বারণ করতে পার্‌ল না বর্ম্মারা তেলেঙ সৈন্যদের হত্যা কর্‌ল।

তেলেঙ রাজ-প্রতিনিধি আভায় ছিল। অঙজেয়া তারপর গ্রামের বুড়ো সর্দ্দারের নাম দিয়ে আভায় চিঠি লিখে তেলেঙ হত্যার খবর জানাল। ইচ্ছা করে তেলেঙদের হত্যা করে এখন একটা মিথ্যা অজুহাত লিখে পাঠালো। চিঠিতে লেখা হ'লো "তেলেঙ সৈন্যদের দুর্ব্ব্যবহারে বর্ম্মারা ক্ষেপে উঠেছিল। তবে বর্ম্মারা তেলেঙদের হত্যা করেছে, এজন্য আমি ভারি দুঃখিত। আমি বুড়ো হয়েছি, তাই গ্রামের যুবকেরা আমার কথা শুন্‌তে চায় না। আমি চেষ্টা করেও এবার তাদের বারণ করে রাখ্‌তে পারিনি। আমার ছেলে অঙজেয়া এখন যুবক। তার হাতে এখন থেকে আমি সর্দ্দারের কাজের ভার দিলাম। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে

না হয়, সে তার বন্দোবস্ত করবে।" এই অজুহাত শুনে তেলেঙরা সন্তুষ্ট হবে না, এর প্রতিশোধ নিতে তারা নিশ্চয় আসবে অঙজেয়া এটা আশঙ্কা করছিল। তাই অঙজেয়া আর তার সাথীরা মুসোবো গ্রামকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারা দিনরাত খেটে গ্রামের চারদিকে প্রাচীর তুলতে লাগলো। প্রাচীর যখন তৈরী হ'লো তখন শিকারী গাঁ ছোট খাটো একটা দুর্গে পরিণত হয়ে পড়লো।

তেলেঙ সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে এ খবর পাওয়ার কিছুদিন পরে তেলেঙ রাজপ্রতিনিধি মুসোবোর দিকে অনেক সৈন্য পাঠিয়ে দিল। সৈন্যরা গিয়ে গ্রামের লোকদের শাসন করবে, তাদের উপর অত্যাচার করবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। তেলেঙ সৈন্য আবার আসছে অঙজেয়া এ খবর পেলো। এবার অঙজেয়া নিজে গেল না। দশজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য পাঠিয়ে দিল। পথে তেলেঙদের সঙ্গে তাদের দেখা হ'লো, তারা গিয়ে তেলেঙ সেনাপতিকে বল্ল "আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা এসেছি। মুসোবোর সর্দ্দার আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রজারা আপনাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। আমরা আপনাদের নিরাপদে নিয়ে যাবো।" সেনাপতি ভাবলেন "নূতন দেশ বনের পথ ধরে যেতে আমাদের বড় কষ্ট হ'বে, আগে

আগে ত এদের সঙ্গে গ্রামে গিয়ে পৌঁছি; তারপর গ্রামবাসীদের ভাল করেই শিক্ষা দেবো।" তিনি বর্ম্মা ঘোড় সওয়ারদের ডেকে বল্লেন "সোজাপথ দিয়ে নিয়ে চলো, দেখো যেন আমাদের ঘুর্‌তে না হয়।" বর্ম্মারা পথ দেখিয়ে চল্লো, তেলেঙরা তাদের অনুসরণ করে পথ চল্‌তে লাগ্‌লো। ইতিমধ্যে অঙজেয়া বনের পথের ধারে অনেক বরকন্দাজ সৈন্য লুকিয়ে রাখ্‌লো! জনহীন বনের পথ, দুধারে ঘন জঙ্গল। কেবল গাছ পাতা আর লতা। মাঝে মাঝে বুনো পাখীরা ঝোপের আড়ালে ডেকে উঠ্‌ছে। তা ছাড়া আর কোন সাড়া শব্দ নেই। হঠাৎ বনের সরু গলির দুধার থেকে গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হ'লো। তেলেঙ সৈন্যদের লক্ষ্য করে বর্ম্মারা গুলি ছুঁড়ছে। এই বর্ম্মারাই অঙজেয়ার বরকন্দাজ সৈন্য। তেলেঙ সৈন্যদের পালাবার পথ নেই, দুধারে ঘন বন। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার তাদের উপায়ও ছিল না; কারণ যারা গুলি ছুঁড়ছিল তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনই অসহায়ভাবে বিনা যুদ্ধে সব তেলেঙ সৈন্য সেখানে প্রাণ দিল। দু'একজন যারা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেল, তারা আভায় পালিয়ে গিয়ে এই পরাজয়ের খবর দিল। তেলেঙদের সঙ্গে এ সব চাতুরী খেলেছিল বলে সবাই তার উপাধি দিয়েছিল "শঠচূড়ামণি।"

রাজা আলঙফয়া।

অঙজেয়া যখন তেলেঙ সৈন্যদের হত্যা কর্‌ল তখন তার সম্বন্ধে নানারকম গুজব রটে গেল। কেউ বল্ল অঙজেয়ার দৈবশক্তি আছে।” কেউ বা বল্ল “দেবতারা এসে অঙজেয়ার সৈন্য সেজে তেলেঙদের হারিয়ে দিয়েছে।” জ্যোতিষীরা গুণে বল্ল ‘অঙজেয়া রাজা হ’বে, তার কুষ্ঠিতে এমনি লেখা আছে।” এ সব গল্প শুনে দলে দলে লোক এসে তার সাথে যোগ দিল। বর্ম্মা রাজা হেরে যাওয়াতে তাঁর সৈন্যেরা এদিক সেদিক পালিয়ে গিয়েছিল। এবার তারাও এসে অঙজেয়ার সাথে জুট্‌ল। চারদিক থেকেই বর্ম্মাযুবকরা অঙজেয়ার সাহায্য কর্‌তে লাগ লো। কেউ অস্ত্র শস্ত্র কেউ টাকা পয়সা সংগ্রহ কর্‌তে লাগ্‌লো। কেউ খাবার জিনিস পত্তর যোগাড় করে পাঠাতে লাগ্‌লো। অঙজেয়া দেশবাসীর আরও সহানুভূতি পাওয়ার জন্য ঘোষণা করে দিল, “তেলেঙদের সৈন্যদলে যে সব বর্ম্মা আর শান সৈন্য আছে, যুদ্ধে জয় লাভ কর্‌লে তাদের কখনও মার্‌বে না, তেলেঙ সৈন্যদের হত্যা কর্‌বে।” এ ঘোষণা শুনে শান যুবকেরা জান্‌লো অঙজেয়া তাদেরও বড় ভাল বাসে। তাই অনেক শান যুবক অঙজেয়ার সাথে এসে মিল্‌ল।

দিনে দিনে অঙজেয়ার শক্তি বাড়তে লাগলো বর্ম্মাদের বিদ্রোহও প্রবল হ'তে লাগলো। কিন্তু তেলেঙ যুবরাজ এতে ভ্রূক্ষেপও করল না। শ্যাম বাসীরা তেলেঙ রাজ্য আক্রমণ করেছে এ খবর পেয়ে যুবরাজ সৈন্যসামন্ত নৌবহর সব নিয়ে পেগুতে ফিরে গেল। এখন বর্ম্মাদের রাজ্য শাসন করবার জন্য রইল কেবল তেলেঙ সেনাপতি ডালাবন। ডালাবন জান্‌ত শত্রু অগ্নি আর ঋণ এ তিনটির অবশেষ রাখ্‌তে নাই। তাই ডালাবন অঙজেয়ার বিদ্রোহকে নির্ম্মূল করে নষ্ট করে দেওয়াই উচিত মনে করলো। ডালাবন নিজেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে সোয়েবোর দিকে অগ্রসর হ'লো। সেনাপতি ভেবেছিল সামনা সামনি যুদ্ধে অঙজেয়াকে হারিয়ে দিয়ে মুসোবো গ্রাম অধিকার করে নেবে। আর গ্রামের লোকদের আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দেবে। কিন্তু সেনাপতি মুসোবোতে এসে দেখ্‌লো যে, গ্রামটি চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ফেলা হয়েছে একে অধিকার করে নেওয়া বড় কঠিন কাজ! গ্রামের সর্দ্দার অঙজেয়ার নাগাল পাওয়াও অসম্ভব। তাই তেলেঙ সেনাপতি সোয়েবোর কিছু উত্তরে এক দুর্গ তৈরী করালেন। সেখানে তেলেঙ সৈন্যেরা রইল। তারা কড়া পাহারা দিতে লাগ্‌লো যাতে কোন রসদ সোয়েবোতে গিয়ে পৌঁছাতে না পারে। সেনাপতি

ডালাবন আভায় ফিরে গেল। ডালাবন ভেবেছিল "সোয়েবোর দক্ষিণে আভায় আমরা থাক্‌ব। দক্ষিণদিক থেকে বর্ম্মারা সোয়েবোতে রসদ পাঠাতে পারবে না। উত্তর দিকেও সৈন্য পাহারা দিয়ে এলাম। এবার রসদের অভাবে অঙজেয়া জব্দ হবে। খাবার না পেলে অঙজেয়ার সৈন্যরাই বা বাঁচবে কেমন করে ? আর

সেনাপতি ভাব্‌লো এক, ঘট্‌লো কিন্তু তার ঠিক উল্টো! সেনাপতি সোয়েবো ছেড়ে যাওয়ার ৫।৭ দিন পর, একরাত্রে অঙজেয়া তার সৈন্যদের জড়ো করলো। পথ ঘাট তাদের চেনাই ছিল। অন্ধকারে চুপে চুপে তারা উত্তর মুখে যাত্রা কর্‌লো। রাত নিশিতে তারা তেলেঙদের নূতন দুর্গের কাছে গিয়ে পৌছাল, বর্ম্মারা যে তাদের দুর্গ আক্রমণ কর্‌তে আস্‌বে একথা তেলেঙরা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই তেলেঙ সৈন্যেরা দুর্গের ভিতর সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিল। বর্ম্মারা গিয়ে এমন সময় হঠাৎ সেই দুর্গ আক্রমণ কর্‌ল। তেলেঙরা বাধা দিতে পার্‌লো না। অঙজেয়া সহজেই সেই দুর্গ দখল করে নিল।

এই পরাজয়ের কথা যখন পেগুতে পৌছাল তখন তেলেঙরাজা মনে কর্‌লেন "ডালাবন মোটেই কাজের লোক নয়। একটা গ্রামের সর্দ্দারকেই শায়েস্তা কর্‌তে পার্‌ছে না। এত বড় রাজ্য শাসনের ভার ওর হাতে

রাখ্‌লে আর চল্‌ছে না।" তাই ডালাবনকে পেগুতে ডেকে পাঠাইলেন। আভাতে টাঙ্গুর তেলেঙ সেনাপতিকে পাঠিয়ে দিলেন। নূতন সেনাপতি এলো, কিন্তু এই সেনাপতিও অঙজেয়ার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারলো না। অঙজেয়াকে শাসন করা ত দূরে থাক, সেনাপতিকে বরং অঙজেয়ার ভয়ে ভীত হয়েই থাক্‌তে হ'লো। অঙজেয়ার এমনই পরাক্রম দেখে তেলেঙ সৈন্যদল থেকে বর্ম্মা আর শান সৈন্যেরা সব চলে এলো। তারা এসে অঙজেয়ার সাথে যোগ দিল। গোয়ে শানেরাই শুধু তেলেঙদের সৈন্যদলে রইলো।

বর্ম্মা রাজাকে যখন তেলেঙ রাজা বন্দী করে নিয়ে যান, তখন বর্ম্মা রাজপুত্র জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। রাজপুত্র পিতৃ সিংহাসন উদ্ধার কর্‌বার ইচ্ছা করতো। তাই অনেক কষ্ট করে কয়েক শত অনুচর আর কিছু হাতিয়ার সংগ্রহ করে। রাজপুত্র নিজের অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় খবর পেলো অঙজেয়া তেলেঙদের হারিয়ে দিয়েছে। তক্ষুণি রাজপুত্র নিজের দলবল নিয়ে অঙজেয়ার সঙ্গে এসে জুট্‌ল। সব কাজে অঙজেয়ার নানা সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লো, অঙজেয়ার অবস্থা যখন সোয়েবোতে নিরাপদ হ'লো তখন রাজপুত্র অঙজেয়াকে বল্লো "দেখ আমিই বর্ম্মার রাজপুত্র; আমার বাবা

এখন বন্দী, কাজেই আমারই রাজা হওয়া উচিত। আমাকেই রাজা বলে ঘোষণা কর, আমিই সিংহাসনে আরোহণ করি। রাজা ছাড়া প্রজারা নিরাশ্রয় কতদিন থাক্‌বে?" অঙজেয়া বল্ল "প্রজারা ত আমাকেই খুব ভালবাসে, আমাকে তাদের চালক বলে মনে করে। আমিই কেন রাজা হই না? আমি যে তেলেঙদের সঙ্গে এত যুদ্ধ করলাম, সে কি তোমার জন্য? অনেক কষ্ট করে, মাটি খুঁড়ে, আমি একটা মাণিক পেয়েছি। সে মাণিকটা তোমায় দিয়ে এখন শুধু হাতে আমাকে ঘরে ফিরে যেতে তুমি বল্‌ছ, তোমার ত ভারি সুন্দর যুক্তি রাজপুত্র। আমি তোমার জন্য এ রাজ্য অধিকার করিনি! ভিক্ষুকের অদৃষ্টে কখনও রাজসিংহাসন মিলে না। সেই কারণে অনুগ্রহ পাওয়া যায়, রাজ্য নয়, এ রাজ্য পাবার আশা যদি তুমি করে থাক, তবে সে দুরাশা। তুমি অন্যত্র গিয়ে নিজের চেষ্টা দেখ্‌তে পার।" রাজপুত্র অঙজেয়ার এই জবাব পেয়ে বড় খুসী হলো না। সোয়েবো ছেড়ে রাজপুত্র মেড়েয়ায় চলে গেল। সেখানে শান-সামন্ত রাজের এক দুর্গ ছিল। সেই দুর্গে আশ্রয় নিয়ে রাজপুত্র যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগ্‌লো। এখন আর তেলেঙদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বার ইচ্ছা রাজপুত্রের রইল না। "যেমন করে হোক অঙজেয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করতেই হবে" এই হলো তার প্রতিজ্ঞা।

তেলেঙরা যে তখনও তাদের সারা রাজ্য দখল করে আছে একথা রাজপুত্র ভুলে গেল। জাতির অধঃপতন হ'লে বাহিরের শত্রুর কথা তারা ভুলে যায়। নিজের স্বজনের সঙ্গে ঝগড়াতেই তারা সব সময় ব্যস্ত থাকে।

রাজপুত্র মেড়েয়ায় বসে যুদ্ধের আয়োজন করছে এই কথা জান্‌তে পেরে অঙজেয়া মেড়েয়া দুর্গ আক্রমণ করল। রাজপুত্র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ভয়ে শানদের মোমে দুর্গেতে পালিয়ে গেল। সেখানে শানদের আর একটা দুর্গ ছিল। রাজপুত্র সে দুর্গে আশ্রয় নিল। অঙজেয়া রাজপুত্রকে আর বেশী তাড়া করলো না। মেড়েয়া থেকে নিজের গ্রামে ফিরে গেল।

অঙজেয়া এবার নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করবার ইচ্ছা করলো। কিন্তু রাজার প্রাসাদ কৈ? রাজার সাজ-সরঞ্জাম কৈ? তাই অঙজেয়া সোয়েবোতে রাজবাড়ি আর সৈন্যদের থাক্‌বার জন্য বড় বড় দুর্গ তৈরী করতে লাগলো। রাজার সাজ-সরঞ্জাম সবই যোগাড় হ'লো। দেখতে দেখতে সোয়েবো মস্ত বড় একটা সহর হয়ে পড়লো। অঙজেয়া সোয়েবোর নূতন নাম রাখলেন রতন শৃঙ্গ। অঙজেয়ার পূর্ব্ব পুরুষেরা দেড়শ বছর আগে (১৬ শ শতাব্দীতে) আভায় রাজা ছিল। এখন সে কথা প্রকাশ হয়ে গেল। প্রজারা এ কথা বিশ্বাস করলো। তারা খুসী হয়ে অঙজেয়াকে রাজা বলে

স্বীকার করলো। তারপর এক শুভ দিন দেখে অওজেয়া সোয়েবোর সিংহাসনে বস্‌লো। বৌদ্ধ শ্রমণেরা স্বস্তি বাচন করলেন। রাজা হয়ে অওজেয়া উপাধি নিল আলঙফয়া! বর্ম্মা ভাষায় আলঙফয়া কথার মানে হ'চ্ছে "ভাবী বুদ্ধ", বোধিসত্ব।

আভা বিজয়

আলঙফয়া রাজা হয়েই তেলেঙদের কাছ থেকে বর্ম্মাদের রাজ্য উদ্ধার করে নেবেন মনস্থ করলেন। আভা ছিল বর্ম্মারাজের রাজধানী, তাই আভা হতে তেলেঙদের তাড়ানই আগে দরকার হ'লো। আভা জয় করবার জন্য আলঙফয়া তাঁর ছোট ছেলে মঙ্গলৌকে নৌ-বহরের সেনাপতি করে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সৈন্য নিয়ে বর্ম্মাদের শত শত নৌকা ইরাবতী দিয়ে ভাটি নেমে গেল। (১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে) শীতকালে বর্ম্মা নৌ-বহর আভায় গিয়ে পৌঁছাল। আভার চারিদিকে ছিল উঁচু প্রাচীর। প্রাচীর ঘেরা সহর দখল করতে হ'লে কামান দিয়ে ভাঙ্গতে হয়। তারপর সৈন্যরা নগরে ঢুকে নগর দখল করে। তখন বর্ম্মাদের বড় বড় কামান ছিল না।

তাই তারা শত্রুর নগর ঘিরে অবরোধ করত। বাহির থেকে নগরে খাবার জিনিষ পত্তর আস্‌তে না পার্‌লে, শত্রুর নগরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। শত্রুরা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ কর্‌ত। আভাতে এসেও বর্ম্মারা নগর অবরোধ কর্‌তে লাগলো। আভার তেলেঙ শাসনকর্ত্তা বর্ম্মা সৈন্য এসে পড়েছে দেখে বড় ভীত হ'য়ে পড়ল। তেলেঙরা জান্‌ত আভায় যে বর্ম্মারা আছে তারাও তাদের জাত ভাইদের সাহায্য করবে। তাই বর্ম্মাদের নগর অবরোধ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তেলেঙ শাসনকর্ত্তা নিজের লোকজন নিয়ে এক রাতে আভা থেকে পালিয়ে গেল। পরদিন বর্ম্মা সৈন্যরা যখন টের পেল যে তেলেঙরা আভা ছেড়ে পালিয়েছে, তখন তারা নগরে ঢুকে নগর দখল করলো। আলঙফয়ার কাছে সোয়েবোতে এই খবর গিয়ে পৌঁছাল। কিছুদিন পরে আলঙফয়া তাঁর সভাসদ্‌দের নিয়ে আভায় গিয়ে পৌঁছালে তিনি তাঁর ছেলে মঙ্গলোকেই আভার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত কর্‌লেন।

যুদ্ধের আগে আভাতে অনেক পেগোডা ছিল, যুদ্ধের সময় পেগোডাগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। কোনটার চূড়া গিয়েছিল ধ্বসে, কোনটার দরজা গিয়েছিল ভেঙ্গে। কোনটার বা দেয়ালে পড়েছিল বড় বড় ফাটল। রাজপ্রাসাদের অবস্থাও হয়েছিল তাই। আলঙফয়া নগরের প্রাচীরের বাইরে কিছুদিনের জন্য এক ঘর তৈরী

করালেন। ~~ঘরে তাঁর ছেলে মঙ্গলৌকে থাকতে বল্লেন~~ নগরের ভিতরের ভাঙ্গা পেগোডা প্রাসাদ সব মেরামত করতে হুকুম দিলেন। মঙ্গলৌ যখন এসব কাজে ব্যস্ত রইলো, আলঙফয়া তখন রাজধানী রতনশৃঙ্গে ফিরে গেলেন। মঙ্গলৌ আভার সংস্কার শেষ করে পুরাণো প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে মঙ্গলৌ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তেলেঙদের তাড়া করে এগিয়ে যেতে লাগলো, তেলেঙরা তাকে কোন বাধা দিল না। তারা আরও দক্ষিণে পিছে হটে যেতে লাগলো। এমনি ক'রে মঙ্গলৌ প্রোম পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য দখল করে নিল। মোট কথা, বর্ম্মাদের রাজ্যটা আলঙফয়ার হাতে আবার ফিরে এল।

আলঙফয়া জানতেন তেলেঙরা চুপ করে থাকবে না। যুদ্ধে তাদের শক্তি ক্ষয় হয়েছে বলে তারা চুপ করে আছে। আবার শক্তি হলেই তারা তাদের নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করবার চেষ্টা করবেই। তখন যদি শানেরা উত্তর দিক হতে এসে আক্রমণ করে, আর তেলেঙরা দক্ষিণ হ'তে এসে আক্রমণ করে, তা হ'লে মাঝে পড়ে আলঙ-ফয়াকে মহা মুস্কিলেই পড়তে হ'বে। তাই এখন সুযোগ বুঝে শানদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করবার জন্য আলঙফয়া তাদের দেশের দিকে যাত্রা করলেন। বর্ম্মাদের যুদ্ধের অনেক নৌকা যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। প্রত্যেক যুদ্ধের

নৌকায় ছিল ৬০খানা করে দাঁড়। ৬০খানা দাঁড় এক সঙ্গে যখন পড়ত, তখন নৌকা তীরের মত ছুটত। এই নৌ-বহরের মাঝখানে ছিল আলঙফয়ার বজরা। এই বজরার আগা-পাছা ছিল সোণার পাতে মোড়া। ভিতরে ছিল কিংখাবের গালিচা, উপরে ছিল রেশমী চাঁদোয়া। চাঁদোয়ার মাঝখানে ছিল চুনীর পদ্ম, চারদিকে ছিল মুক্তোর ঝালর। আলঙফয়া যখন এই বজরায় এসে উঠলেন, তখন ময়ূর আঁকা রেশমী পতাকা উড়লো মাস্তুলের আগায়। হাজার জয়ঢাক এক সঙ্গে বেজে উঠলো। বর্ম্মাদের নৌ-বহর ইরাবতী দিয়ে উজান বেয়ে চল্লো।

শান সীমান্তে আলঙফয়ার বজরা গিয়ে পৌছল। আলঙফয়া তখন শান সামন্তদের ডেকে পাঠালেন, তারা এসে যেন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। আলঙফয়ার বীরত্বের কথা শানরা আগেই শুনতে পেয়েছিল। আলঙ-ফয়া যখন স্বয়ং তাদের দেশে গিয়ে হাজির হলেন, তখন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে তারা একটুও দেরী করলনা। ভামোর রাজা আর মোমের রাজা তাঁর সামনে হাজির হলো! তারা হাঁটু পেতে বসে তাঁকে সিকো (কুর্ণিস) করে গেল। মোগঙ আর মোহিয়েঁর সামন্তরা অন্য কারণে তাঁর সামনে হাজির হতে পারলো না। তারা দু'জনেই চিঠি লিখে পাঠালো। চিঠির মর্ম্ম এই "আমরা

আস্‌তে পারলাম না, তার জন্য দুঃখিত। আমরা চিরকালই আপনার অনুগত হয়ে থাক্‌ব। আপনি যা আদেশ করবেন তাই করব।” শান সামন্তেরা এত সহজে বশ্যতা স্বীকার করলো দেখে আলঙফয়া ভারী খুসি হ'লেন। আরও দু'একজন ছোট ছোট শান সামন্ত ছিল, তাদের বশে আন্‌বার জন্য কষ্ট করে আরও উজান বেয়ে যেতে হয়। আলঙফয়া দেখলেন তা নিরর্থক, তাই নৌ-বহর নিয়ে আবার রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

প্রোম অধিকার

আগেই বর্ম্মারা মঙ্গলৌর সঙ্গে এসে প্রোম দখল করেছিল। এখন তেলেঙরা তাদের প্রোম থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলো। পেগু হ'তে নদী দিয়ে এসে তেলেঙ নৌ-বহর প্রোমে নঙ্গর করেছিল। সেনাপতি ডালাবন আর তেলেঙ যুবরাজ স্থলপথে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে নৌ-বহরের সঙ্গে মিলিত হ'লো। সেখান থেকে একদল সৈন্য প্রোম অবরোধ করবার জন্য পাঠিয়ে দিল। আর অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তারা ইরাবতী দিয়ে উজান চল্লো। ডালাবন আর যুবরাজ সৈন্যদের নিয়ে যখন

টারোকমেও পৌঁছলো, তখন বর্ম্মা সৈন্যদল তাদের বাধা দিল। সেখানে বর্ম্মাসৈন্য আর তেলেঙ সৈন্যদের যুদ্ধ বাধলো। আলঙফয়ার পুত্র নন্দজী আর মঙ্গলৌ দুজন ছিল বর্ম্মা সৈন্যদলের চালক। তেলেঙদের সঙ্গে যুদ্ধে বর্ম্মারা যখন হেরে গেল, তখন নন্দজী চলে গেল সোয়েবোতে, মঙ্গলৌ পালিয়ে গেল আভায়। নন্দজী গেল আলঙফয়াকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে যাতে তিনি রাগ না করেন। মঙ্গলৌ গেল গ্রহপূজা করতে, দান ধর্ম্ম করতে, যাতে অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়।

মঙ্গলৌ যখন আভায় এসে রইল, তখন তেলেঙরা এসে আভা অবরোধ করল। তেলেঙ যুবরাজ আভার সামনে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ডালাবন নৌবহর নিয়ে উজান বেয়ে চল্লো। আলঙফয়া খবর পেলেন যে, তেলেঙরা এসে আভা অবরোধ করেছে। কিন্তু তিনি মঙ্গলৌকে সাহায্য করবার কোন চেষ্টাই করলেন না, চুপ করে সোয়েবোতে বসে সব ব্যাপার দেখতে লাগলেন। আভা পিছনে ফেলে আরও উজানে যখন তেলেঙ নৌবহর চলে গেল, তখন আলঙফয়া হঠাৎ সোয়েবো থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নিজেই বর্ম্মা নৌবহর নিয়ে ডালাবনকে তাড়া করলেন। ডালাবনের লোকলস্কর অনেক মারা গেল, জিনিস পত্তর অনেক নষ্ট হ'য়ে গেল। প্রাণ ভয়ে ডালাবন নৌবহর

নিয়ে পালাতে লাগলো। পালাবার সময় বর্ম্মারা তাদের নানা রকমে বাধা দিতে লাগলো। তেলেঙরা মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। কোন রকমেই তারা রসদ যোগাড় করতে পারছিল না, দাম নিয়েও বর্ম্মারা জিনিস-পত্তর তাদের কাছে বিক্রি করতে রাজী হচ্ছিল না। এই বিপদে পড়ে ডালাবন ভাবছিল "আভায় গিয়ে যুবরাজের সঙ্গে মিলতে পারলেই বুঝি একটু সুবিধা হ'বে। কিন্তু ডালাবনের সে আশাও মিটল না। কারণ মঙ্গলো একদিন হঠাৎ আভা হ'তে বেরিয়ে এসে তেলেঙ যুবরাজকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তেলেঙ যুবরাজ বর্ম্মাদের নিরস্ত করতে অনেক চেষ্টা করেছিল, বিফল হয়ে শেষে সৈন্য সামন্ত নিয়ে পেগুতে পালিয়ে গিয়েছিল। ডালাবন আভাতে এসে যুবরাজকে দেখতে না পেয়ে, সেখানে না থেমে সোজা প্রোমে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে ছত্রভঙ্গ তেলেঙ সৈন্যদের আবার জড়ো করলো।

আলঙফয়া ডালাবনকে তাড়া করে আভায় যখন পৌঁছলেন, তখন বর্ষাকাল সুরু হয়ে গেছে। দক্ষিণ বর্ম্মায় খুব বেশী বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির জন্য ঘরের বাইরে গিয়ে কোন কাজ কর্ম্ম করা যায় না। তাই তখন নিম্ন বর্ম্মার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় দেখে, আলঙফয়া আভা ছেড়ে আর দক্ষিণে গেলেন না, কেবল একদল সৈন্য

প্রোমের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা এসে তেলেঙদের প্রোম থেকে ৬।৭ মাইল দক্ষিণে হটিয়ে দিল। তেলেঙরা প্রোমে এসে আগেই বর্ম্মাদের দুর্গ অবরোধ করেছিল, বর্ম্মা দুর্গে তাই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, বর্ম্মা সৈন্যরা এসে পড়াতে প্রোমের বর্ম্মারা দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা পেলো।

তেলেঙরাজ বিন্যাডালা জানতেন প্রোম দখল করতে না পারলে তাঁর রাজ্য নিরাপদ নয়, তাই তিনি প্রোম দখল করবার জন্য আর একদল সৈন্য পাঠালেন। ডালাবন আবার সেনাপতি হ'য়ে এই সৈন্যদল নিয়ে প্রোম জয় করবার জন্য যাত্রা করলো। সৈন্যদল যাত্রা করবার আগেই তেলেঙরাজ বিন্যাডালার আদেশে রাজধানী পেগুতে বর্ম্মা রাজাকে হত্যা করা হয়। তিনি নাকি তেলেঙ রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, এই তাঁর অপরাধ। অন্য বর্ম্মা যাদের বন্দী করা হয়েছিল এই অপরাধে তাদেরও অনেককে বধ করা হয়। এই হত্যার কথা শুনে সব জায়গায় বর্ম্মারা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তাদের মনে তেলেঙদের প্রতি একটা গভীর ঘৃণা জেগে উঠেছিল। যে সব সহরে বর্ম্মারা সংখ্যায় বেশী ছিল, সে সব সহরে তারা বাদ বিচার না করে তেলেঙদের হত্যা করতে লাগলো। প্রোম, ডেনুবু এবং আরও নানা সহরে বর্ম্মারা একজনকেও বাদ না দিয়ে

সব তেলেঙদের হত্যা করলো। বর্ম্মাদের যখন এমন মনের ভাব, তখন ডালাবন সৈন্য দিয়ে প্রোমে উপস্থিত হলো। ডালাবন নগর অবরোধ করতে আরম্ভ করল। উত্তর থেকে আলঙফয়া এলে তাঁকে বাধা দেবার জন্য আর একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিল নাউইনচাঙে। নাউইনচাঙ প্রোমের কিছু উত্তরে। আলঙফয়া কিন্তু এবার নদীপথে যাত্রা করলেন। যখন তিনি প্রোমের উত্তরে মালুনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তেলেঙদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেখানে তিনি তেলেঙদের হারিয়ে দিয়ে তাদের অনেকগুলি যুদ্ধের নৌকা ধরে বাজেয়াপ্ত করলেন। তাঁর সৈন্যদল নদীর পূর্ব্বতীর ধরে অগ্রসর হচ্ছিল, তারাও নাউইনচাঙের তেলেঙ সৈন্যদের যুদ্ধ করে হারিয়ে দিল। এমনি করে প্রোম আবার বর্ম্মাদের শাসনে গেল।

তেলেঙরা তখন প্রোমের দক্ষিণে গিয়ে একটা দুর্গে আশ্রয় নিল। এই দুর্গটা অনেকগুলি কামান দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। বর্ম্মা সৈন্যরা এই দুর্গ আক্রমণ করলো, তেলেঙরা তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। প্রথমবার বিফল হয়েও বর্ম্মারা নিরস্ত হলো না। কয়েক সপ্তাহ পরে আলঙফয়া নিজেই সৈন্য নিয়ে এই দুর্গ আবার আক্রমণ করলেন। 'মরিয়া' হয়ে বর্ম্মারা আসাতে এবার কামান দিয়েও তেলেঙরা তাদের বারণ করতে পারল না। বর্ম্মারা এই দুর্গ লুট করে অনেক খাবার জিনিস-পত্তর

পেয়েছিল। কিন্তু যে কামান আর গোলা-বারুদ বর্ম্মারা সেখানে পেয়েছিল, সেটাই তাদের পক্ষে খুব দরকারী। মণি-মাণিক্যের চেয়েও সেগুলি ছিল বেশী মূল্যবান্। কারণ তখন বর্ম্মারা কামান কি গোলা-বারুদ তৈরী করতে জানত না, ওলন্দাজ বা পর্তুগীজ বণিকদের কাছ থেকে অসম্ভব দাম দিয়ে কিনে নিত।

তেলেঙ রাজ্য জয়

আগেই বলেছি বর্ম্মারা অনেক সহরে তেলেঙদের নিঃশেষে হত্যা করেছিল। তেলেঙদের অধীনতা হ'তে বর্ম্মা প্রজারা সেখানে মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু যোগ্য নেতার আশ্রয় না পেয়ে তারা নির্ভয় হ'তে পারছিল না। তাদের মধ্য হ'তে তারা উপযুক্ত নেতাই খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই তারা আলঙফয়াকে আস্‌বার জন্য অনুরোধ করে বার বার লোক পাঠাতে লাগলো, আলঙফয়া তখন যেতে পার্‌লেন না। তিনি তাদের লিখে পাঠালেন "তেলেঙদের বিরুদ্ধে লোকদের সব জায়গায় বিদ্রোহী করে তোল। তেলেঙদের কাছ থেকে যারা যেটুকু জায়গা কেড়ে নিতে পারবে, আমি তাকে সেই জায়গার শাসন-

কর্ত্তা করে দেবো।" বর্ম্মারা এই খবর পেয়ে সব জায়গায় তেলেঙদের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করতে লাগলো। যাদের শক্তি আছে তারা লোকজন যোগাড় করে তেলেঙদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। আলঙফয়াকে সাহায্য করবার জন্য সব জায়গায় বর্ম্মারা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো। আলঙফয়া গ্রাম শাসনের ব্যবস্থা করে দিয়ে ইরাবতী দিয়ে ভাটি নেমে গেলেন। নদীর পশ্চিম তীরে লুন্‌সে সহর। এ সহর তেলেঙদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে তাঁর মোটেই কষ্ট করতে হয়নি। তিনি খুব সহজে আর খুব অল্প সময়ে এ সহর জয় করেন তাই তার নূতন নাম রাখেন ম্যানঙ্গ। বর্ম্মা ভাষায় ম্যানঙ্গ শব্দের অর্থ "দ্রুত জয়"। তারপর ডানেবু, হেনজাদা এবং ইরাবতীর দুতীরের আর আর সব নগর জয় করে আলঙফয়া ডেগন সহরে উপস্থিত হলেন। তেলেঙদের কাছ থেকে ডেগন কেড়ে নিয়ে আলঙফয়া মনে করলেন যুদ্ধের শেষ হলো। তাই তিনি ডেগন সহরের নূতন নাম রাখলেন রেঙ্গুন। বর্ম্মা ভাষায় রেঙ্গুন শব্দের অর্থ হ'চ্ছে "যুদ্ধের শেষ"।

রেঙ্গুনে সোণার চুড়াওয়ালা মন্দির "সোয়েডাগন পেগোডা" তখন ছিল। আলঙফয়া সেনাপতি সৈন্য সকলকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা করে সে মন্দিরে গেলেন। হাজার সিঁড়ি বেয়ে খালি পায়ে রাজা মন্দিরে

গেলেন। আজ তাঁর রাজবেশ নাই। দূরে ফেলে রেখেছেন তাঁর ঢাল তলওয়ার। হীরামতির ঝালর দেওয়া রাজছত্র আজ তাঁর মাথার উপর ঝক্ ঝক্ করছে না। দীনতম ভিখারীর মত রাজা মন্দিরের দ্বারে গিয়ে ধন্না দিলেন। সারাদিন উপবাস করে রাজা গোধূলি সন্ধ্যায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

"ধর্ম্মের শরণ নিলাম, সঙ্ঘের শরণ নিলাম, বুদ্ধের শরণ নিলাম। অন্যায় অধর্ম্মের অত্যাচার যেন আর আমরা সহ্য না করি। আমাদের মধ্যে একতা আরও দৃঢ় হোক। ভেদ, বিবাদ, অনৈক্য দূরে যাক্, দূরে যাক্। হে বুদ্ধ, হে জ্ঞানী, আমরা যেন মোহগ্রস্ত না হই, তুমি আমাদের মন সদ্বুদ্ধিতে পূর্ণ করে দাও। আমাদের দেহে নূতন বল সঞ্চয় কর।" সৈন্য সেনাপতিরা রাজার সঙ্গে সমস্বরে প্রার্থনা করলো। মন্দির প্রাঙ্গনে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা মণ্ডল করে বসে নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। এদিকে আলোয় আলোয় সারা মন্দির আলোময় হয়ে উঠল। মন্দিরে হাজার হাজার ঘণ্টা বাজতে লাগলো। ধূপ-গুগ্‌গুলের গন্ধে বাতাস সুরভিত হয়ে গেল। চুণিপান্নার মালা-পরা শ্বেতপাথরের বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলি ফুলে-পাতায় আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

ধ্যান সমাপন হ'লে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। তখন আলঙফয়া ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের বস্ত্র চীবর দান করলেন। তারপর অন্নকূট উৎসব আরম্ভ হ'লো। শত্রু মিত্র ভেদ না করে, যে আসছে আজ তাকেই অকাতরে অন্ন বিতরণ সুরু হ'লো, রাজায় রাজায় বেধেছিল যুদ্ধ। মাসের পর মাস এই যুদ্ধ চলেছিল, তাই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কে কাকে অন্ন দেয়? কে কাকে ভিক্ষা দেয়? অন্ধ আতুর, কুষ্ঠরোগী তারা এতদিন না খেয়ে আধপেটা খেয়ে আধমরা হয়ে পড়েছিল। পেটভরে পরমান্ন খেয়ে আজ তারা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "ধন্য রাজা আলঙফয়া! ধন্য রাজ আলঙফয়া!"

শান দমন

বর্ষা সুরু হয়েছিল। আলঙফয়া ভেবেছিলেন, কয়দিন সোয়েডাগনে থেকে তিনি শান্তিতে কাটাবেন। বর্ষার শেষে শীত আরম্ভ হ'লেই তিনি তেলেঙদের প্রধান বন্দর সিরিয়মের দিকে যাত্রা করবেন। তারপর উজান গিয়ে তেলেঙদের রাজধানী পেগু সহর দখল করবেন। বর্ষার

শেষ হয়ে আসছে এমন সময় তিনি খবর পেলেন "মোগঙ শানেরা এসে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছে।" বর্ম্মারাজ মহাধর্ম্মরাজাধিপতির পুত্র এই মোগঙ শানদের মোমে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন সুযোগ বুঝে সে আলঙফয়ার রাজ্য আক্রমণ করল। আলঙফয়া ভাবলেন "শানেরা যদি সব একজোট হয়ে রাজপুত্রের সাহায্য করে, তা হলে হয় ত রতনশৃঙ্গ জয় করে নেবে। ঘরের শত্রু দুর্বল হ'লেও বুদ্ধিমানেরা তাকে বেশী ভয় করে।" আলঙফয়া আরও দেখলেন "পরের দেশ জয় করার চেয়ে নিজের ঘর রক্ষা করা বেশী দরকার।" তাই পেগু আক্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করে আলঙফয়া মোগঙের দিকে যাত্রা করলেন। মোগঙ সবোয়া (সামন্তরাজ) নিজের রাজ্যের সীমা পার হয়ে বর্ম্মাদের রাজ্যে সবেমাত্র পা দিয়াছিল। এমন সময় আলঙফয়া সৈন্যদল নিয়ে সেখানে তার সম্মুখীন হলেন, সবোয়া ভয়ে নিজের রাজ্যে প্রবেশ করল। আলঙফয়া সবোয়াকে অনুসরণ করে, তার রাজধানী আক্রমণ করলেন। সবোয়া মোটেই বাধা দিতে পারল না। আলঙফয়া সবোয়ার রাজ্য সহজেই জয় করে নিলেন। সবোয়া আত্মসমর্পণ করে; নিজের রাজ্য ভিক্ষা চাইল। আলঙফয়া তাকে প্রাণে মারলেন না কিন্তু তাকে তার রাজ্যও আর ফিরিয়ে দিলেন না। মোগঙ সবোয়া আগে একবার আলঙফয়ার

অনুগত থাক্‌বে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বিদ্রোহী হয়েছে বলে আলঙফয়া তাকে আর বিশ্বাস করলেন না। মোগঙ্গ নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। একজন সেনাপতির অধীনে কয়েক শ সৈন্য সেখানে রেখে দিয়ে, আলঙফয়া রতনশৃঙ্গে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে এক উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, সেই বর্ম্মা শাসনকর্ত্তাই মোগঙ্গ শাসন কর্‌তে লাগল।

ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি

পর্ত্তুগীজ আর ওলন্দাজ, ইংরাজ আর ফরাসী ইউরোপ থেকে একই বর্ম্মায় বাণিজ্য করতে আসে। সবার আগে পর্ত্তুগীজেরা আসে। তারপর (১৬০০ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজ আর ওলন্দাজেরা আসে। সবার শেষে (আরও ৭০ বৎসর পরে) ফরাসীরা বর্ম্মায় আসে। পর্ত্তুগীজেরা আস্‌বার পর বর্ম্মায় কত রাষ্ট্র বিপ্লব হয়ে গেছে। পর্ত্তুগীজদের যারা ভালবাস্‌ত তাদের শত্রুরা এসে তাদের রাজ্য কেড়ে নেয়। তখন তারা পর্ত্তুগীজ-দেরও শত্রুর মত দেখতে লাগলো। রাজার কাছে

পর্ত্তুগীজদের কোন প্রতাপ রইল না। ইংরাজ আর ওলন্দাজেরাই বর্ম্মার রাজার কাছে খুব অনুগ্রহ পেতে লাগলো। ইংরাজদের সিরিয়ম আর প্রোম, আভা আর ভামোতে বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হ'লো। দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। তাই সেখানে নিজেদের ব্যবসার সুবিধা হলো না দেখে, ইংরাজেরা নেগ্রাইস দ্বীপে চলে গেল আর বেসিন সহরে গিয়ে কুঠী তৈরী করলো। সিরিয়ম ছিল প্রধান বন্দর। সিরিয়ম থেকে ইংরেজেরা চলে গেল দেখে বর্ম্মার রাজা ভারী রাগ কর্লেন। কারণ তাঁর প্রজারা বিদেশীর কাছে জিনিস-পত্তর বিক্রি করতে পার্ছিল না, তা ছাড়া তাদের কাছ থেকে শুল্কও যা আদায় হ'ত, তাও কমে গেল। সিরিয়মে বর্ম্মা শাসক যিনি ছিলেন, তিনি ইংরাজ কোম্পানীকে ফিরে আস্বার জন্য বারবার চিঠি লিখলেন। কিন্তু ইংরাজেরা কোন উত্তরও দিল না, ফিরেও এলো না।

একবার ইংরাজের একখানা জাহাজ বর্ম্মার উপকূল দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে সেই জাহাজে খাওয়ার জল ফুরিয়ে গেলো। তখন বাধ্য হয়ে জল নিতে সেই জাহাজখানা সিরিয়মে গেল। বর্ম্মার রাজা এই খবর পেয়ে, সেই জাহাজখানা আটক কর্বার জন্য সিরিয়মের শাসককে লিখলেন। সিরিয়মের গভর্ণরের আদেশে সে জাহাজখানা আটক করা হ'ল। ইংরাজেরা সিরিয়মে

আবার ব্যবসা কেন্দ্র খুল্‌বে বলে প্রতিজ্ঞা করল। তখন ইংরাজের সেই জাহাজখানাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ইংরাজেরা নিজেদের কথামত সিরিয়মে ব্যবসা-কেন্দ্র খুল্‌ল। (১৭০৯ খৃষ্টাব্দে) সেখানে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্টও পাঠিয়ে দিল। সেই রেসিডেণ্ট বর্ম্মার ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে লাগলো। সেই থেকে বরাবরই ইংরাজেরা বর্ম্মায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে আস্‌ছিল। আলঙফয়া যখন বেসিন জয় করেন তখন তিনি ইংরাজ কুঠীর কোন ক্ষতিই করেন নি। ইংরাজ বণিকেরাও তাঁকে কামান আর গোলা-বারুদ দিয়ে সাহায্য করেছিল।

আলঙফয়া যখন রেঙ্গুন অধিকার করলেন, তখন ইংরাজেরা বর্ম্মাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলো। ইংরাজদের পক্ষ থেকে নানা উপঢৌকন নিয়ে কাপ্তান বেকার স্যোয়োবোতে গেলো। রেঙ্গুন আর বেসিন সহরে ইংরাজেরা কুঠী তৈরী করবার অনুমতি প্রার্থনা কর্‌লো। ইংরাজ আর বর্ম্মাদের মধ্যে বাণিজ্য সন্ধির কথাবার্ত্তাও চল্‌তে লাগলো। এদিকে মোগঙ্গ শানদের বিদ্রোহের কথা শুনে যখন আলঙফয়া রেঙ্গুন থেকে চলে গেলেন। তখন তেলেঙরা রেঙ্গুন আক্রমণ কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌তে লাগলো। ইংরাজ আর ফরাসীরা মনে করলো তেলেঙরাই জয়ী হবে, তাই তারা তেলেঙদের সাহায্য কর্‌তে

লাগলো। তিনখানা ইংরাজ জাহাজ থেকে বর্ম্মা সৈন্য-দের উপর গুলি ছোঁড়া হয়। এই সব খবর পেয়ে আলঙফয়া রাজধানীতে অপেক্ষা করলেন না। তিনি রেঙ্গুনের দিকে যাত্রা করলেন। পথে খেয়ানঙ্গে ইংরাজ এনসাইন লেষ্টার বাণিজ্য সন্ধির জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। আলঙফয়া তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "ইংরাজেরা কেন তেলেঙদের সঙ্গে জুটে আমার সৈন্যদল আক্রমণ করলো? ইংরাজেরা কি তেলেঙদের সঙ্গে সন্ধি করে, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে স্থির করেছে?" এনসাইন লেষ্টার উত্তরে জানালো "আমাদের একখানা জাহাজ বন্দরে ছিল। সেখানা মেরামত হচ্ছিল। তার কাপ্তান অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কাপ্তান জাহাজে ছিল না। জাহাজে ছিল এক লস্কর! তেলেঙরা তাকে জোর করে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল! তেলেঙরা সে জাহাজ থেকে ৫টী কামান আমাদের কেড়ে নিয়েছে। আমরা স্বেচ্ছায় বর্ম্মাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিনি। তেলেঙদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমরা চাই না! তাই ইংরাজ কোম্পানীর তরফ থেকে আমি আপনার কাছে এসেছি!" তেলেঙরা জোর করে লোকদের বাধ্য করেছিল বলে ইংরাজ জাহাজ থেকে বর্ম্মাদের উপর গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, একথা আলঙফয়া বিশ্বাস করলেন না। ইংরাজদের কাছে কামান পাওয়া যাবে, কামানের দরকার এখন খুব বেশী

তাই আলঙফয়া তাদের অপরাধের কথা ভুলে গেলেন। তিনি ইংরাজদের প্রতি খুব অনুগ্রহ দেখাতে লাগলেন। লেষ্টারকে ৫টি শশা আর ৮টি কমলানেবু উপহার দিলেন। ভগবানের নাম নিয়ে উভয় পক্ষ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলো। সন্ধি হ'লো এই - বর্ম্মারাজ আলঙফয়া চিরকালের জন্য ইংরাজদের নেগ্রাইস দ্বীপ ছেড়ে দেবেন। বেসিনেও ইংরাজদের ৪০০০ বর্গ হাত জায়গা ছেড়ে দেবেন। আর বর্ম্মায় ইংরাজদের অবাধে বাণিজ্য করতে দেবেন। এর প্রতিদানে ইংরাজেরা বর্ম্মা সরকারকে একটি ১২ পাউণ্ডার কামান আর ৭৩০ পাউণ্ড বারুদ দেবে। আলঙফয়ার শত্রু টেভয়ের রাজাকে ইংরাজেরা সাহায্য করবে না। আর বাহির থেকে শত্রু এসে যদি বর্ম্মাদের আক্রমণ করে, তা হ'লে ইংরেজরা বর্ম্মা রাজাকে রক্ষা করবে। এর জন্য ইংরাজদের যা খরচ হবে, বর্ম্মা রাজাই সব খরচ বহন করবেন।

সিরিয়ম অধিকার

সিরিয়মে ইংরাজদের কুঠী ছিল, ফরাসীদেরও কুঠী ছিল। (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে) আলঙফয়া সিরিয়ম আক্রমণ করলেন। সিরিয়ম প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। এতদিন আলঙফয়া যে সব সহর অধিকার করে-ছিলেন, সেগুলি দেওয়াল ঘেরা ছিল না। সিরিয়মই পড়লো প্রথম শত্রুর দেওয়াল ঘেরা সহর। এ আক্রমণ করতে এসে আলঙফয়া মহা মুস্কিলে পড়লেন। আলঙ-ফয়ার গোলন্দাজ সৈন্য ছিল না। তাঁর সাধারণ সৈন্যরা শত্রুদের সহর কিছুতেই দখল করতে পারছিল না। বর্ম্মা সৈন্যরা সাহস করে নগরে ঢুক্‌তে গেলেই তেলেঙরা তাদের গায়ে গরম ফুটন্ত গালা ঢেলে দিত। খালি গায়ে বর্ম্মা সৈন্যরা তা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে আস্‌ত। তেলেঙরা বড় বড় গাছ দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখত, বর্ম্মারা নগরে ঢুক্‌তে গেলেই তার দড়ি-গুলি কেটে দিত, গাছের চাপে পড়ে বর্ম্মারা প্রাণ হারাত! যে দিকে দেওয়ালে গাছ ঝুলান নেই, সেদিকে বর্ম্মারা মই দিয়ে উঠবার চেষ্টা করতো। মই বেয়ে উঠে যেই দেওয়ালের উপর কোন বর্ম্মা হাত রেখেছে অমনি তেলেঙরা অলক্ষিতে এসে সেই হাতখানাই কেটে

দিত, মইখানা ঠেলে মাটীতে ঠেলে ফেলে দিত এমনই করে সকল রকমে চেষ্টা করেও বার বারই বিফল হচ্ছিল।

আলঙফয়া কিন্তু হট্‌বার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নগর ঘেরাও করে বসেই রইলেন। একমাস দু'মাস করে এক বছর কেটে গেল। নগরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তেলেঙদের মধ্যে অসন্তোষ আর আত্মকলহের সৃষ্টি হলো। এবার আলঙফয়া নগর আক্রমণ করবার উপযুক্ত সুযোগ মনে করলেন। আলঙ-ফয়া কোথাও হ'তে বিফল হয়ে ফিরে আসেন নি, এবার তাঁকে ফিরে যেতে হলে তার চাইতে লজ্জার আর কিছুই নাই। বর্ম্মাজাতির এত বড় অপমান হবে তা তিনি কল্পনা করতেও পারছিলেন না। তাই তিনি তাঁর সৈন্যদের ডেকে বল্লেন "বর্ম্মার মান রাখবার জন্য কে এক্ষুণি প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছ, আমার সঙ্গে এস।" একজন তক্ষুণি কাছে সরে এল। আলঙফয়া তাকে আলিঙ্গন করে সম্মান করলেন। তার দেখাদেখি এক এক করে, আরও অনেক লোক আলঙফয়ার কথায় সম্মত হলো। তারাও আলঙফয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের মাঝ থেকে আলঙফয়া ৯৩ জন লোককে বেছে নিলেন। সাত দিন ধরে তারা রাজার সঙ্গে রাজ খাওয়ার খেলো। রাজার সঙ্গে রাজ শিবিরে ঘুমালো। রাজা তাদের

উপহার দিলের শিরস্ত্রাণ আর বর্ম্ম। বর্ম্মা সৈন্যদলের মধ্যে সব চেয়ে নির্ভীক সাহসী এই দলের নাম হলো "সিরিয়মের মৃত্যুজয়ী দল।" এই দলের মধ্যে কত রাজ-বংশের ছেলে ছিল, কত সম্মানী সেনাপতি ছিল, কিন্তু এই দলের লোক বলে পরিচয় দিতে পেরে সব চেয়ে বেশী গৌরব অনুভব করত।

এই দলের লোকেরা সিরিয়ম আক্রমণ করবার এক দিন ঠিক করলো। সেইদিন সূর্য্য অস্ত গেলে বর্ম্মা শিবিরে উৎসবের আয়োজন করা হলো। জয়ঢাকের সঙ্গে বাঁশীর সুর তেলেঙদের কাছে ভেসে যেতে লাগলো। প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে যে সব তেলেঙ নগর পাহারা দিচ্ছিল, বাঁশীর সুরে তাদের মন নেচে উঠল। কেউ শিস্ দিতে লাগলো, কেউ অস্ফুট স্বরে গান ধরলো, কেউ সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেল্‌তে লাগলো। এমনি করে সব তেলেঙ পাহারাদার সৈন্য তন্ময় হয়ে গেলো। বর্ম্মারা উৎসবে মত্ত, সেদিন তারা কিছুতেই নগর আক্রমণ করবে না এই কথাই তেলেঙরা বিশ্বাস করলো। তেলেঙরা যেই আপনাদের কাজে একটু অমনোযোগী হয়েছে অমনি সিরিয়মের মৃত্যুঞ্জয়ী দল মই বেয়ে নগরের প্রাচীরে উঠলো। সেখানে তাদের ধারাল তরওয়ালের মুখে তেলেঙ পাহারা ওয়ালারা এক নিমেষে সকলেই প্রাণ দিল। তখন তারা গিয়ে নগরের সিংহদ্বার

খুলে দিল। তারপর তারা বিজয়গর্ব্বে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো "সোয়েবোথা! সোয়েবোথা!"

তাদের এই বিজয় হুঙ্কার শুনতে পেয়ে কাতারে কাতারে বর্ম্মাসৈন্য "সোয়েবোথা, সোয়েবোথা" হুঙ্কার করতে করতে নগরে ঢুক্‌লো। তারা ডাইনে বামে যাকে পেল তাকেই হত্যা করতে লাগলো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত সহর বর্ম্মাদের অধীনে এসে গেল। নগর লুণ্ঠন করে তার ধন-ঐশ্বর্য্য এক জায়গায় জড় করা হলো। সিরিয়মের মৃত্যুঞ্জয়ী দলের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল,আলঙফয়া তাদের ইচ্ছামত ধন গ্রহণ করতে বল্লেন। তারা তাদের মনোমত ধন গ্রহণ করলো, তারপর বাকি যা রইল তা রাজসরকারে জমা দেওয়া হলো। এতদিন পর্য্যন্ত সিরিয়ম ছিল বর্ম্মাদেশের প্রধান বন্দর। আলঙফয়া সিরিয়ম ধ্বংস করলেন, সিরিয়ম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, আলঙফয়া রেঙ্গুনকে বড় বন্দর করে তুলবার ইচ্ছা করলেন। রেঙ্গুন ক্রমে ক্রমে বর্ম্মার সব চেয়ে বড় বন্দর হয়ে পড়লো। আলঙফয়া ডেগনকে নূতন নাম দিয়ে রেঙ্গুন করেছিলেন, এবার তাকে বর্ম্মার প্রধান বন্দর করে দিলেন। এখন ইংরাজ শাসনেও রেঙ্গুন বর্ম্মার প্রধান বন্দর।

ফরাসীদের দণ্ড

আলঙফয়া যখন সিরিয়ম আক্রমণ করলেন, তখন বন্দরে ইংরাজদের কোন জাহাজ ছিল না। শুধু একখানি ফরাসী জাহাজ বন্দরে ছিল। ফরাসী জাহাজে ছিল ফরাসী এজেণ্ট মঁসিয়ে বোর্ণো। ফরাসীরা তেলেঙদের পক্ষে ছিল। আলঙফয়া সিরিয়ম আক্রমণ করলেন দেখে মঁসিয়ে বোর্ণো গোলাবারুদ আর সব রকম সাহায্য পাঠাবার জন্য পণ্ডিচারীতে চিঠি লিখলো। পণ্ডিচারী হ'তে সাহায্য আসবার আগেই কিন্তু আলঙফয়া সেই ফরাসী জাহাজ আটক করলেন। ফরাসী এজেণ্ট, সেই জাহাজের কাপ্তান এবং অন্য ফরাসীরা সকলেই আলঙফয়ার কাছে তখন আত্মসমর্পণ করলো। ইংরাজেরা আলঙফয়ার সাহায্য করেছিল তাই যে কয়জন সহরের মধ্যে ছিল, তাদের তেলেঙরা বন্দী করে রেখেছিল। আলঙফয়া যখন সিরিয়ম অধিকার করলেন, তখন তিনি বন্দী ইংরাজদের মুক্ত করে দিলেন।

আলঙফয়া সিরিয়ম জয় করে, তার শাসনের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় নদীর মুখে দুখানা ফরাসী জাহাজ এসে পৌঁছাল। জাহাজের লোকেরা জানত না যে সিরিয়মে তেলেঙরা আলঙফয়ার কাছে হেরে গেছে। তাই তারা যুদ্ধের মাল-মসলা নিয়ে হাজির হয়েছিল।

আলঙফয়ার আশঙ্কা হয়েছিল, ফরাসী জাহাজ বন্দরের সব খবর পেলেই পালিয়ে যাবে। তাই একটুও দেরী না করে আলঙফয়া ফরাসী কাপ্তেনকে বন্দরে আস্‌বার জন্য চিঠি লিখতে ফরাসী এজেণ্টকে হুকুম দিলেন। ফরাসী এজেণ্ট ভাবলো "এখান থেকে জাহাজ আর পালাতে পারবে না। জাহাজ যদি এখন পালায় তা হলে আলঙফয়া রেগে এখানকার সব ফরাসীদের হত্যা কর্‌বেন। তিনি এখন তেলেঙদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী এখন তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারলেই ফরাসীরা এ দেশে থাক্‌তে পার্‌বে। তাঁর কথা যদি শুনি হয় ত তাঁর কাছ থেকে কিছু অনুগ্রহ পেতে পার্‌বো, তা ছাড়া আমরা যখন বিদেশী, যুদ্ধের বন্দী, আমাদের নিশ্চয় তিনি প্রাণে মারবেন না" তাই ফরাসী এজেণ্ট কাপ্তেনকে লিখলেন "তোমরা সিরিয়মের বন্দরে জাহাজ ভিড়াও।" একজন বর্ম্মা আড়কাটি (pilot) জাহাজ দুটি বন্দরে নিয়ে এলো। আলঙফয়া আড়কাটিকে জাহাজ কূলে ভিড়াতে বল্লেন। আড়কাটি জাহাজ কূলে ভিড়াতে গেলে, জাহাজ দুখানি চরে আটকে গেল। আলঙফয়া স্বয়ং জাহাজ পরীক্ষা করতে গেলেন। জাহাজে যুদ্ধের অনেক মাল-মসলা দেখে তিনি সেগুলি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তেলেঙদের সাহায্যের জন্য মঁসিয়ে বোর্ণো এ সব পণ্ডিচারী থেকে আনিয়েছে, একথা জান্‌তে পেরে

আলঙফয়া ভারী রেগে গেলেন। তক্ষুণি তিনি ফরাসী এজেণ্ট আর জাহাজের কাপ্তানের গর্দ্দান নেবার হুকুম দিলেন। জল্লাদ এসে রাজার হুকুম পালন করলো। তাদের সেখানে একটা গির্জ্জা ছিল, সেটাও রাজার হুকুমে ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল।

জাহাজ দু'টিতে ৩৫টি কামান ছিল। এর প্রত্যেকটি কামান ২৪ পাউণ্ডের এক একটি গোলা ছুঁড়তে পারতো। এই কামানগুলি বিধাতার দানের মত আলঙফয়ার কাছে এসে পৌঁছাল। আলঙফয়া আনন্দের আতিশয্যে জাহাজের খালাসীদের মারলেন না। দু'টি জাহাজে ২০০ ফরাসী খালাসী ছিল, তাদের ফিরিঙ্গি গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

পর্ত্তুগীজ দস্যুসর্দ্দার ডি, ব্রিটো বর্ম্মা রাজার শাসন উপেক্ষা করে সিরিয়মে এক স্বাধীন রাজ্য পত্তন করে। অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রিটোর প্রতাপে বর্ম্মারা কোণঠেসা হয়ে ছিল। রাজা অনুপেলন (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) ব্রিটোকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। তারপর বন্দী করে তাকে শূলে চড়ায়। তিন দিন পরে শূলের উপর ব্রিটোর প্রাণ যায়। তখন রাজা অনুপেলন সেখানকার পর্ত্তুগীজদের বন্দী করে। তারপর ছেলে বুড়োয় ৪০০ জন বন্দীকে সোয়েবো জেলার কয়েকটি গ্রামে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই সব গ্রামই ফিরিঙ্গি গাঁ বলে লোকের কাছে পরিচিত হয়েছিল।

ফরাসী খালাসীদের বন্দী করে রাজা আলঙফয়া তাদের প্রত্যেককে একটি করে বর্ম্মিণী স্ত্রী দিয়ে, তাদের ফিরিঙ্গি গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেন। এরাই পরে তাঁর গোলন্দাজ সৈন্যের কাজ করেছিল। রাজা এই ফিরিঙ্গি-দের বিশেষ অনুগ্রহ করতেন, সব সময় তাদের অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা কর্‌তেন। তাঁর রাজ্যে কেউ মদ স্পর্শ করলেই, তার তিনি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই ফিরিঙ্গি গোলন্দাজদের জন্য রাজ সরকার হ'তে নিয়মিত মদ সরবরাহ করা হ'ত। রাজা তাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর কখনও হাত দেননি! তারা স্বচ্ছন্দে নিজেদের বিশ্বাস মত খৃষ্টান ধর্ম্মেরই সেখানে নানা অনুষ্ঠান করত। যারা বাস্তবিকই ধার্ম্মিক তারা গায়ের জোরে ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে কারও মনে কষ্ট দিতে চায় না।

পেগু অধিকার

সিরিয়ম অধিকার করে আলঙফয়া তেলেঙ রাজ-ধানী পেগুর দিকে অভিযান করলেন। সিরিয়ম থেকে

তাঁর সৈন্য কতক গেল জল পথে, কতক গেল মাঠের উপর দিয়ে। আলঙফয়া টাঙ্গু থেকে কতক শান সৈন্য পাঠিয়ে দিবার আগেই ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা এসে তেলেঙদের সিটাঙ্গ সহর দখল করেছিল। তারপর তারা উত্তর দিক হ'তে এসে পেগুতে পৌঁছাল। আলঙফয়াও দক্ষিণ দিক থেকে যাত্রা কর্‌লেন। সিরিয়ম থেকে পেগু পর্য্যন্ত পথে তেলেঙদের ছোট ছোট ৪০টি দুর্গ ছিল। এ সব দুর্গে তাদের অনেকগুলি জিঙ্গল ছিল। জিঙ্গল হচ্ছে অনেকটা কামানের মতো! জিঙ্গলে একটা লোহার নল, সেটাকে চারটা বাঁশের খুটির উপর রাখা হয়, আর তার মধ্য দিয়ে এক পাউণ্ডের এক একটা গোলা ছোঁড়া যায়। তেলেঙরা প্রাণপণ করে যুদ্ধ কর্‌ছিল। জেন্যাঙবিন বলে একটা জায়গা আছে সেখানে তেলেঙরা আলঙফয়াকে হারিয়ে দিয়ে, তাঁর জিঙ্গল সব কেড়ে নেয়। আলঙফয়া মহা মুস্কিলে পড়ে "সিরিয়মের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের" সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। আগে ছিল তারা সংখ্যায় ১০০ জন, এখন তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হলো ৩০০শ।

এই নির্ভীক যোদ্ধাদের সঙ্গে করে নিয়ে আলঙফয়া তেলেঙদের সব জায়গায় পরাস্ত করে, শেষে পেগুতে গিয়ে পৌঁছালেন। আলফয়ার সৈন্যরা উত্তর দক্ষিণ দুই দিক হ'তে এসে পেগু অবরোধ করল! তখন পেগুর

সব শ্রমণেরা এসে আলঙফয়াকে বল্লেন, "তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হও; বিন্যাডালা তোমার করদ রাজা হয়ে থাক্‌বে, তুমিই হবে সার্ব্বভৌম রাজা! বুদ্ধদেবের অহিংস নীতি স্মরণ কর। অনর্থক হাজার হাজার লোকের রক্তপাত করে লাভ কি?" আলঙফয়া যুদ্ধ কর্‌বেন কি কর্‌বেন না, সোজাসুজি তার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথার নানা প্যাঁচ করে বল্লেন "দেখুন, আমাকে তেলেঙদের ভয় কর্‌বার কিছুই কারণ নেই; রাজার কর্ত্তব্য আমি ভুল্‌ব না। তাদের সঙ্গে ব্যবহারে আমি যথাযোগ্য করুণার পরিচয় দেবো।"

তেলেঙরা আলঙফয়ার এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলো না। তাই তারা যুদ্ধ হ'তে ক্ষান্ত হলো না; বরং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর্‌বার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প কর্‌ল। তেলেঙরা তাদের সঙ্কল্প বেশীদিন রাখতে পারলো না। নগরে খাবার জিনিস আসা অনেক দিন ধরেই বন্ধ হয়েছিল, তাই নগরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। শত্রুকে বাধা দেওয়া অসম্ভব দেখে, তেলেঙ মন্ত্রীসভা আত্মসমর্পণ করাই উচিত মনে করলো। ডালাবন তাদের বল্লেন, "আত্মসমর্পণ করে অপমান বরণ করার চেয়ে যুদ্ধ করে মরণই অনেক ভাল" ডালাবনের যুক্তি কেউ শুন্‌ল না। তাই ডালাবন এক রাত্রে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করলো। আর জন কয়েক সাহসী এবং বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে সিটাঙ্গে চলে গেল।

সমস্ত বিপদকে বরণ করে, বীর তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখলো।

বিন্যাডালা আপনার কন্যা মাইকুনকে আলঙফয়ার হাতে সমর্পণ করবেন বলে প্রস্তাব করে পাঠালেন। নগরের প্রধান শ্রমণ (রাহান) এই প্রস্তাব নিয়ে আলঙ-ফয়ার কাছে উপস্থিত হ'লেন। তিনি যুদ্ধে নিরস্ত হবার জন্য আলঙফয়াকে অনেক করে বুঝালেন। আলঙফয়া খুসী হয়েছেন বলে মনে হলো। তিনি প্রধান শ্রমণের হাতে দু'টি ফুল দিলেন। প্রধান শ্রমণ একটি পেগোডায় দেবতার চরণে অর্পণ কর্‌লেন। আর একটি মাইকুনের কবরীতে পরিয়ে দিলেন। একশত কুমারী সঙ্গে করে রাজকন্যা আলঙফয়ার কাছে গেলো। তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল তেলেঙ রাজপুত্র। তেলেঙ রাজার অনেক সভাসদও তাদের সঙ্গে গেল। রাজকন্যা আলঙফয়ার সাম্‌নে গিয়ে হাত যোড় করে হাঁটু গেড়ে বস্‌লো। আলঙফয়া রাজকন্যাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত রইল। আলঙফয়ার শিবিরে উৎসবের আয়োজন হ'লো। এই সুযোগে নানা কৌশল করে আলঙফয়া তেলেঙদের কাছ থেকে বন্দিনী বর্ম্মা রাজকন্যাদের উদ্ধার কর্‌লেন। বর্ম্মা আর শানেরা দলে দলে নগর থেকে বেরিয়ে এসে আলঙফয়ার কাছে আত্মসমর্পণ কর্‌লো। আলঙফয়া এই স্বজাতি বিদ্রোহীদের

আর ক্ষমা কর্‌লেন না। তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

তেলেঙ রাজার ভাই, তেলেঙ রাজার জামাই সেনাপতি হয়ে প্রোমে সৈন্য চালিয়ে গিয়েছিল। আলঙফয়া এখন তাদের নিজের শিবিরে ডেকে পাঠা-লেন। তেলেঙরা আলঙফয়াকে বিশ্বাস করতে পার্‌লো না। সন্ধি না হ'তে শক্রর হাতে এমন করে সেনাপতি-দের সমর্পণ করতে অসম্মত হলো। আলঙফয়া এবার তেলেঙ রাজপুত্রকে নগরের একটি তোরণে পাঠিয়ে দিলেন। যুবরাজ গিয়ে আলঙফয়ার আদেশমত নগর-বাসীদের ডেকে বল্লো"ওগো, তোমরা নগরের বাইরে চলে এস। আলঙফয়া তোমাদের কোন অনিষ্ট করবেন না।" লোকেরা কিন্তু আলঙফয়ার কথায় বিশ্বাস করলো না। তাই কেউ নগর থেকে বেরিয়ে এল না। তখন আলঙ-ফয়া আবার তেলেঙদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

পেগু সহরে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তেলেঙরা আলঙফয়ার বিরুদ্ধে বেশী দিন যুদ্ধ করতে পারলো না। মে মাস, বসন্তকালের রাত্রি। সিরিয়মের মৃত্যুঞ্জয়ী দল "সোয়েবোথা, সোয়েবোথা" হুঙ্কার করতে করতে নগরে ঢুক্‌লো। তেলেঙরা প্রাণপণ করেও তাদের বাধা দিতে পারলো না। নগরে ঢুকেই সিরিয়মের বীরদল নগরের সকল সিংহদ্বার খুলে দিল। অন্য বর্ম্মা সৈন্যরা তখন

"সোয়েবোথা, সোয়েবোথা" হুঙ্কার করতে করতে নগরে ঢুক্‌লো। সমস্ত নগর লুট করে তারা রাজা আর মন্ত্রী, ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী, পুরুষ কি নারী সকলকেই বন্দী করলো। পরদিন ভোরে রাজা আলঙফয়া হাতির পিঠে চড়ে দক্ষিণ তোরণ দিয়ে নগরে ঢুক্‌লেন। তাঁর সঙ্গে গেল তাঁর মন্ত্রীরা, তাঁর সিরিয়মের বীরদল আর তাঁর ফরাসী গোলন্দাজ সৈন্যরা। আলঙফয়া যখন শুন্‌লেন শ্রমণদের কথায় তেলেঙরা যুদ্ধ করেছে, তখন তিনি শ্রমণদের হত্যা কর্‌বার আদেশ দিলেন। তারপর হাজার হাজার বন্দী তেলেঙকে তিনি ক্রীতদাসের মত বিক্রয় করলেন। নগরের প্রাচীর মাটিতে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। নগরের সুন্দর সুন্দর বাড়ী সব নষ্ট করে দেওয়া হলো। তেলেঙরাজা বিন্যাডালাকে বন্দী করে প্রথমে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দিলেন। পরে তাঁকে রেঙ্গুন থেকে রাজধানী রতনশৃঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পেগু জয়ের ফলে সমস্ত তেলেঙ রাজ্য আলঙফয়ার আয়ত্তাধীন হ'য়ে পড়লো।

দিগ্‌বিজয়

পেগু অধিকার করবার পর, আলঙফয়া দেশ জয় করবার জন্য বের হলেন। বর্ম্মার দক্ষিণে টেভয় ও মারগুই জনপদ তখন শ্যাম রাজার অধীনে ছিল। আলঙ-ফয়া সেই দু'টি জনপদ অধিকার কর্‌তে মনস্থ করলেন। এই দু'টি জনপদ অবলীলায় জয় করে আলঙফয়া মার্ত্তা-মানের পথে রাজধানীতে ফিরছিলেন। তেলেঙ সেনাপতি ডালাবন তখন মার্ত্তামানে অবস্থান কর্‌ছিল। রাজা বিন্যাডালা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ডালাবন যদি বর্ম্মাদের পেগু থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, তা হ'লে রাজকন্যাকে ডালাবনের হাতে সমর্পণ করবেন। ডালাবন তাই তেলেঙ-দের শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতেই অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মন্ত্রীসভা আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করলো, রাজকন্যাকে আলঙফয়ার হাতে সমর্পণ করতে রাজাকে অনুরোধ করতে লাগলো। ক্ষোভে রোষে ডালাবন তাই সিটাঙ্গ থেকে মার্ত্তামানে এসে আপনার মান বাঁচিয়ে ছিল। আলঙফয়া যখন সেই মার্ত্তামানে এসে উপস্থিত হলেন, তখন ডালাবনকে সকল অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রাণপণ করে যুদ্ধ কর্‌তে হলো। আলঙফয়ার বিপুল বিজয়ী বাহিনীর সাম্‌নে ডালাবন বেশী দিন যুদ্ধ কর্‌তে পারলো না। ডালাবন শেষে পালিয়ে গিয়ে বনে আশ্রয়

দিল। আলঙফয়া ডালাবনের পরিবারের লোকদের বন্দী করলেন। ডালাবনের শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের হত্যা করতে প্রস্তুত হলেন। এই খবর শুনতে পেয়ে ডালাবন বীরের মত এসে আলঙফয়ার হাতে আত্মসমর্পণ করলো। ডালাবন আলঙফয়াকে বল্ল "অপরাধ যদি কিছু করে থাকি, তবে তার জন্য আমিই দায়ী। তার জন্য শাস্তি দিতে হয়, আমাকেই দাও; হত্যা করতে হয়, আমাকেই কর। এই নির্দোষ হতভাগাদের বধ করোনা।" ডালাবনের এই মহত্বের পরিচয় পেয়ে আলঙফয়া বিগলিত হয়ে গেলেন। ডালা-বনকে ভাইএর মত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লেন "ডালাবন! তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। তুমি আমার শত্রু নও, তুমি আমার ভাই! তুমি আজ হ'তে আমার সৈন্যদলে সেনাপতি হ'য়ে থাক। তুমি বাস্তবিকই বীর।" ডালাবন সজল চোখে একবার আলঙফয়ার মুখের দিকে তাকালো; তারপর তাঁর পায়ের কাছে নিজের তরওয়ালখানা রেখে বল্ল "আপনি যা আদেশ করছেন, আমি তাই কর্ব্বো। যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন আমি আপনারই গোলাম।" সেই থেকে ডালাবন আলঙফয়ার সৈন্যদলে কাজ করতে লাগলো। মৃত্যু পর্য্যন্ত আলঙফয়ার আপন ভাইএর মত তেলেঙ ডালাবন বর্ম্মাদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলো।

বর্ম্মার উত্তর পশ্চিমে মণিপুর, মণিপুরে তখন খুব ভাল ভাল ঘোড়া পাওয়া যে'ত। তা ছাড়া মণিপুরীরা পলোখেলায় ছিল খুব ওস্তাদ। তাই মণিপুরীরা সহজেই ভাল ঘোড় সোয়ার সৈন্য হ'য়ে উঠেছিল। মণিপুরীরা তাদের রাজা গরীব্ নেওয়াজের অধীনে খুব দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছিল। তারা প্রতি বছরই বর্ম্মা আক্রমণ করে, ধন-রত্ন আর পোষা পশু লুট করে নিয়ে যেত। হাজার হাজার বর্ম্মাদের বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যেত। আলঙফয়া রাজা হবার কিছু পরেই (১৭৫৪ খৃস্টাব্দে) মণিপুরীরা আর একবার বর্ম্মাদের রাজ্য আক্রমণ করে। আলঙফয়া তখন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মণিপুরীদের বাধা দেওয়ার তখন তাঁর সুযোগ ঘটেনি। তেলেঙদের জয় করে, শানদের বশে এনে, টেভয় মারগুই অধিকার করে, আলঙফয়া এবার মণিপুরীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা কর্‌লেন। মণিপুরীরা আলঙফয়ার বীরত্বের কথা আগেই শুনেছিল। আলঙফয়া আস্‌ছে শুনে তারা ভয়ে বনে পালিয়ে গেল। আলঙফয়াকে কেউ বাধা দিল না। আলঙফয়া রাজধানীতে গিয়ে প্রবেশ করলেন। রাজধানীতে যে কয়টি দুর্গ ছিল, সব ক'টাই ধ্বংস করে দিলেন। দু' একজন সর্দ্দার এসে আলঙফয়ার বশ্যতা স্বীকার কর্‌লো। সৈন্যরা ধন-রত্ন যা লুট করেছিল, তা সঙ্গে করে আলঙফয়া রাজধানীতে

ফিরে গেল। অনেক মণিপুরীকে তিনি বন্দী করে সঙ্গে করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন।

মণিপুরীরা ছিল ভাল শিল্পী, ভাল জ্যোতিষী আর ভাল অশ্বারোহী। আলঙফয়া তাদের রাজধানীর কাছেই থাক্‌বার জায়গা করে দিলেন। তারা সোণারূপার ভাল কারুকাজ, রেশমী কাপড়ের নূতন ধরণের বুনন বর্ম্মাদের শিখাতে লাগলো। কেমন করে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে হয়, তাদের কাছ থেকে বর্ম্মারা তাও শিখে নিতে লাগলো। মণিপুরীরা বর্ম্মা রাজ-সভায় রাজজ্যোতিষীরও কাজ কর্‌তে লাগলো। তারা শুভদিন ক্ষণ গুণে ত দিতই, রাজসভায় বৈতালিকের কাজও করত। রাজা সভায় এসে সিংহাসনে বসলেই তারা এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ভগবানের স্তুতি পাঠ কর্‌ত, রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে, রাজ্যের মঙ্গল কামনা কর্‌ত!

আলঙফয়া ইচ্ছা করতেন যে, তাঁর দেশ শিল্পে উন্নত হয়ে উঠুক্! বর্ম্মাদের শিল্প শেখাবার জন্যই তাই তিনি মণিপুরীদের এত যত্ন করে রাজধানীর কাছে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি সব সময় তাঁর দেশবাসীদের শিল্পকাজে উৎসাহ দিতেন, তারই ফলে বর্ম্মারা আজও শ্রেষ্ঠ কারু শিল্পী বলে জগতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। আলঙফয়া যে শুধু নিজের সুখের জন্যই রাজা হয়েছিলেন তা নয়। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের সব রকমের উন্নতি কামনা করতেন।

ইংরাজদের দণ্ড-বিধান

আলঙফয়া যখন দিগ্‌বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সুযোগ বুঝে পেগুর তেলেঙরা বিদ্রোহী হয়ে উঠবার আয়োজন কর্‌ছিল। আলঙফয়া মণিপুর জয় করে, রতনশৃঙ্গে ফিরে আস্‌বার পর, পেগুর তেলেঙরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। আলঙফয়া বিদ্রোহের খবর পেয়েই রাজধানী থেকে একদল সৈন্য পেগুতে পাঠিয়ে দিলেন। আর কিছুদিন পরে নিজে তাদের অনুগমন কর্‌লেন। তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছবার আগেই পেগুতে যে বর্ম্মা শাসনকর্ত্তা ছিল সেই বিদ্রোহ দমন করে দেয়।

তেলেঙদের বিদ্রোহ যখন পেগুতে প্রবল হয়ে উঠে, তখন ইংরাজদের জাহাজ 'আরকট' রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছে। এতে বর্ম্মারা সন্দেহ করে যে, ইংরাজেরা তেলেঙদের সাহায্য করবার জন্য এই জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছে। পেগুর বর্ম্মা শাসনকর্ত্তা এই সন্দেহে ইংরেজ কোম্পানীর এজেণ্ট হোয়াইট হিলকে বন্দী করে, হোয়াইট হিল তখন আরকট জাহাজেই ছিল। বন্দী করে এজেণ্টকে প্রোমে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল! কারণ আলঙফয়ার প্রোমের পথেই পেগু আস্‌বার কথা ছিল। প্রোমে

যখন আলঙফয়া এসে পৌঁছালেন, তখন তাঁর কাছে বন্দী এজেন্টকে উপস্থিত করা হলো। আলঙফয়া ইংরাজদের কাছ থেকে এজেণ্টের জন্য অনেক টাকা মুক্তিকর (ransom) আদায় করে তাকে ছেড়ে দিলেন।

তারপর আলঙফয়া যখন রেঙ্গুনে গেলেন, সেখানে গ্রিগরী বলে একজন আরমানী আর লেভাইন বলে এক ফরাসী তাঁকে বল্ল যে, নেগ্রাইস দ্বীপের ইংরাজেরাই তেলেঙদের কাছে কামান বিক্রি করেছিল। নানা প্রমাণ নিয়ে আলঙফয়া দেখলেন নেগ্রাইস থেকেই তেলেঙরা কামান আমদানী করেছিল। আর ইংরেজদের সাহায্য পাবে এই আশায় তেলেঙরা পেগুতে বিদ্রোহী হয়েছিল। আলঙফয়ার সঙ্গে ইংরাজদের আগেই সন্ধি হয়েছিল। কিন্তু ইংরাজেরা গোপনে আলঙফয়ার শত্রুদের সাহায্য করেছিল বলে তিনি সেই সন্ধির কথা ভুলে গেলেন। তিনি ইংরাজদের উপর ভারি রেগে গেলেন নেগ্রাইস দ্বীপে বৃটিশদের যে সেটেলমেণ্ট ছিল, তক্ষুণি সেটা ধ্বংস করে দেওয়ার হুকুম দিলেন। নেগ্রাইস দ্বীপে তখন ইংরেজদের সৈন্য-সামন্ত ছিল না। তখন ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার নবাবের যুদ্ধ চলছিল। কোম্পানীর প্রায় সব সৈন্য তাই নেগ্রাইস থেকে বাংলায় চলে গিয়েছিল। নেগ্রাইস দ্বীপে তখন ইংরাজদের ভিক্টোরিয়া জাহাজখানা ছিল, সেই জাহাজে চড়ে

সাউদবে বলে কোম্পানীর এক কর্ম্মচারী তখন দ্বীপটা পরিদর্শন করতে গিয়েছিল।

ইংরাজদের শাসন করবার জন্য আলঙফয়া তাঁর শালাকে নেগ্রাইস দ্বীপে পাঠালেন। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সে যাত্রা করল। কিন্তু নেগ্রাইস দ্বীপে গিয়ে বেড়িয়ে সে ফিরে এলো। সে এসে আলঙঙয়াকে বল্লো, "ইংরাজেরা কিছু অন্যায় করেনি। আপনি ভুল খবর পেয়েছিলেন।" আলঙফয়া তাকে বল্লেন, "বিচার করবার জন্য সেখানে তোমাকে পাঠান হয়নি। কাজ করবার জন্যই পাঠান হয়েছিল। যে রাজার আদেশ অমান্য করে তার প্রাণদণ্ড হওয়ায় উচিত।" আলঙফয়া তার উপর রাগ করে তাকে জেলে দিলেন, প্রাণে বধ করলেন না। তারপর আবার ২০০০ সৈন্য নেগ্রাইস দ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন। এই সৈন্যরা নেগ্রাইসে গিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল। তাদের সেনাপতি বেসিনের বর্ম্মা শাসনকর্ত্তাকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের ভিতর গেল। সেইখানে গিয়ে তারা প্রহরীকে বল্ল, "আমরা রাজা আলঙফয়ার কাছ থেকে এক চিঠি নিয়ে এসেছি, কোম্পানীর ম্যানেজারকে তা দেখাতে চাই!" প্রহরী গিয়ে ম্যানেজারকে খবর দিল। ম্যানেজার এসে খুব সম্মান দেখিয়ে তাদের গ্রহণ করলো। তাদের জন্য একটা ভোজেরও আয়োজন করল। সবাই যখন ভোজে বসে খেতে ব্যস্ত,

তখন বেসিনের শাসনকর্ত্তা সঙ্কেত কর্‌ল। সঙ্কেত শুনেই ২০০০ বর্ম্মা সৈন্য জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দুর্গ আক্রমণ কর্‌ল। দুর্গ থেকে কেউ বর্ম্মা সৈন্যদের বাধা দিল না, তবু তারা কোম্পানীর ৮ জন ইংরেজ কর্ম্মচারী আর ১০০ জন ভারতীয় কর্ম্মচারীকে সেই মুহূর্ত্তেই হত্যা কর্‌ল। আগুন লাগিয়ে দুর্গ ধ্বংস করে, ইংরেজদের কামানগুলি তারা বাজেয়াপ্ত করলো। কোম্পানার কর্ম্মচারী যে কয়জন প্রাণে বেঁচেছিল, তাদের কয়জনকে বন্দী করে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আর যারা কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালাতে পার্‌ল, তারা ভিক্টোরিয়া জাহাজে গিয়ে চড়্‌ল। বর্ম্মাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাহাজখানা দেরী না করেই ভারতের দিকে রওনা হ'ল। এই জাহাজের লোকেরাই নেগ্রাইসের দুঃসংবাদ ভারতবর্ষে কোম্পানীর বড় কর্ত্তার কাছে বহন করে নিয়ে গেল। কিন্তু সারা বাংলার কর্ত্তা ইংরাজ কোম্পানী তখন আলঙফয়ার বিরুদ্ধে কিছু করতেই সাহস করলো না এমনই ছিল আলঙফয়ার প্রতাপ!

সুকীর্ত্তি

পেগুর বিদ্রোহ দমন করবার জন্য আলঙফয়া পেগুর দিকে যাচ্ছিলেন। রেঙ্গুনে এসে যখন শুন্‌লেন, বিদ্রোহ থেমে গেছে, তখন তিনি রাজধানী রতনশৃঙ্গে ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়েই তিনি জনহিতকর কাজে মন দিলেন। 'মু'নদী সোয়েবো জেলার উপর দিয়ে এসে ইরাবতীর সঙ্গে মিশেছিল। তিনি 'মু' নদীতে বাঁধ বাঁধতে চেষ্টা করলেন। 'মু' নদীর বাঁধ বেঁধে দেশে অনেকগুলি খাল কাটাবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু 'মু' নদীতে বাঁধ বাঁধা সম্ভব হলো না, তাই দেখে খাল কাটানও চিরতরে স্থগিত রহিল।

সোয়েবো ছোট গ্রাম থেকে বড় সহরে পরিণত হয়েছিল, সেখানে লোকদের খুব জলকষ্ট হয়েছিল। তাই সেখানে আলঙফয়া মহানন্দ সরোবর খনন করিয়ে দিলেন।

আলঙফয়া জন্মভূমিকে যেমন ভাল বাস্‌তেন, মাতৃ ভাষাকেও তেমন শ্রদ্ধা করতেন। আলঙফয়ার সময় পর্য্যন্ত পালি ভাষাই বর্ম্মা রাজদরবারের ভাষা ছিল। আইন-কানুন সব পালি ভাষায় লেখা হ'ত! আলঙফয়া তাঁর লাঞ্ছিত মাতৃভাষাকে সম্মানিত করলেন। তাঁর আদেশে তাঁর মন্ত্রী মহাশ্রীউত্তমজয় বর্ম্মা দেশের সব

আইন-কানুন বর্ম্মা ভাষায় লিপিবদ্ধ করলেন। আলঙফয়ার উৎসাহে আরও নানা সাহিত্যিক বর্ম্মা ভাষার সেবা করতে লাগলেন। শেষ বর্ম্মা রাজার মন্ত্রীসভার লেখক ছিলেন "লোভে থোন্দ্রা"। আলঙফয়া তাঁকে নিজের সভাকবিরূপে গ্রহণ করলেন। লোভে থোন্দ্রা যেমন আলঙফয়ার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে যেতেন তেমনই সভায় বসে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে রাজার মনোরঞ্জন করতেন!

আলঙফয়া যেমন দেশ জয় করেছিলেন, তেমনি দেশ শাসনে পটু ছিলেন। তিনি সব সময় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বটে, কিন্তু দেশে কখনও বিশৃঙ্খলা ঘটতে দেন নি। প্রজাদের সব রকম সুখ-সুবিধার তিনি ব্যবস্থা করতেন। রাজ কর্ম্মচারীরা প্রজাদের উপর যাতে অত্যাচার করতে না পারে, তার জন্য তিনি প্রজাদের প্রকাশ্য বিচারের আদেশ দেন! দোষীকে শাস্তি দেওয়ার সময় বিচারককে তাঁর রায় লিখে রাখতে আজ্ঞা করেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি দেশে সব রকম জুয়াখেলা বন্ধ ক'রে দেন। তাঁর রাজ্যে কোন রকম মাদকদ্রব্য কেউ সেবন করলে তাকে তিনি দণ্ড দিতেন।

আলঙফয়া ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করেই সব কাজ করতেন। বর্ম্মাদেশে রাজার মৃত্যু হ'লে, তারপর কে রাজা হবে তার কোন নিয়ম ছিল না। তাই রাজার সব

আত্মীয়দের মধ্যে সিংহাসনের জন্য ঝগড়া লেগে যেত। রাজ বাড়ীতে কত গোপন হত্যা হ'ত। কত নির্দ্দোষ শিশুর রক্তে ঘাতকের তরওয়াল লাল হ'য়ে যেত! তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁর ছেলেদের মধ্যে যাতে ঝগড়া না হয়, সেই ব্যবস্থাই তিনি করে দেন, তাঁর ব্যবস্থা হ'লো তাঁর পাটরাণীর ছেলেরাই তাঁর মৃত্যুর পরে রাজা হ'তে পারবে। বড় ছেলে প্রথম রাজা হ'বে। তারপর ছোটর ছোট একজনের পর একজন রাজা হ'বে! রাজা আলঙফয়া এমনি করে তাঁর রাজ্যে সব শৃঙ্খলা করে গেলেন।

শ্যাম অভিযান

আলঙফয়ার রাজ্যের পূবদিকে শ্যামদেশ। শ্যামদেশের লোকেরা ছিল তেলেঙদের জাত-ভাই! তাই অনেক তেলেঙ আলঙফয়ার রাজ্য ছেড়ে শ্যামদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। শ্যামদেশের লোকেরা বর্ম্মা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য তেলেঙদের উত্তেজিত করতে লাগলো। সময় সময় তেলেঙরা শ্যামদেশ থেকে এসে বর্ম্মারাজ্য আক্রমণ করতে লাগল। আলঙফয়া শ্যামদেশের রাজার কাছে এক দূত পাঠালেন। দূত গিয়ে

রাজাকে বল্ল, "বর্ম্মারাজা আপনার প্রজাদের ব্যবহারে বড় দুঃখিত হয়েছেন। আপনার প্রজারা যা'তে আর বর্ম্মা রাজ্য আক্রমণ না করে আপনি তার বন্দোবস্ত করুন! আপনি যদি তাঁর শত্রুতা না করেন, তা হ'লে তিনি আপনার রাজ্য আক্রমণ কর্‌বেন না। বর্ম্মা আর শ্যামদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরকাল স্থায়ী হবে। বর্ম্মা রাজা আলঙফয়া তাই চান।" শ্যামদেশের রাজা দূতকে বল্লেন, "দেখ, আমার সৈন্যরাও আর তেলেঙদের সাহায্য কর্‌ছে না। প্রজাদের মধ্যে কেউ যদি গোপনে তেলেঙ-দের সাহায্য করে, আমি তা কেমন করে বন্ধ করতে পারি। আমার প্রজারা বর্ম্মা রাজার দেশে গেলে, তিনি তাদের শাস্তি দিতে পারেন।" শ্যামদেশের রাজা যা যা বলেছে, বর্ম্মা দূত শ্যামদেশ থেকে ফিরে এসে, আলঙ-ফয়াকে সব বল্লো। আলঙফয়া তখন শ্যামদেশের লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তৈরী হ'লেন। চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে শ্যামদেশ আক্রমণ করবেন ঠিক হলো। তাঁর সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধের নৌকা, সব মার্ত্তামানে এসে জড়' হলো। সেখান থেকে বর্ম্মা বাহিনী যাত্রা করলো। সানউইন নদী পার হ'য়ে সৈন্যরা সমুদ্রের কূল দিয়ে টেভয় গিয়ে পৌঁছাল। টেভয় থেকে মারগুই, মারগুই থেকে টেনাসেরিম গেলো। আলঙফয়া তখন টেনা-সেরিম সহর জয় কর্‌লেন। টেনাসেরিমে এক দুর্গ তৈরী

করে, সেই দুর্গে কয়েকশ' বর্ম্মাসৈন্য রেখে দেওয়া হ'ল। তারপর টেনেসেরিমের পাহাড় পার হয়ে, আলঙফয়া শ্যামদেশে গিয়ে পৌঁছলেন। রাজধানীর দিকে যেতে যেতে মেকলঙ নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছল। শ্যামসৈন্যরা সেখানে অপেক্ষা করছিল। বর্ম্মা সৈন্যদের সঙ্গে সেখানে শ্যাম সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অনেক শ্যামসৈন্য মারা যায়, শ্যামবাসীদের অনেক হাতী ঘোড়া মারা পড়ে। এই সুযোগে বর্ম্মারা তাদের অনেকগুলি কামান কেড়ে নেয়। এইখানে শ্যামবাসীদের প্রথম পরাস্ত করে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) আলঙফয়া শ্যামদেশের রাজধানী অযোধ্যা আক্রমণ করেন। অযোধ্যার চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। বর্ম্মারা তাই নগরটা অবরোধ কর্‌ল। বর্ম্মারা যেখানে শিবির পেতেছিল, সেখানে বর্ষাকালে নদীর বান ডাক্‌লে সব ভেসে যাবে। শ্যামরাজা একথা জান্‌তেন, তাই তিনি চুপ করে রইলেন, বর্ম্মাদের তাড়িয়ে দেবার কোন চেষ্টাই কর্‌লেন না। আলঙফয়া ভেবেছিলেন, তিনি খুব সহজেই শ্যামরাজকে হারিয়ে দেবেন। তেলেঙরা শ্যামদেশে চলে যাওয়াতে তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ দিকে লোক সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল। তাই শ্যামদেশ থেকে লোক নিয়ে তাঁর রাজ্যে বসাবেন। তিনি কখনও ভাবেন নি যে তাঁকে বহুদিন ধরে নগর অবরোধ করে থাক্‌তে হবে, এর জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে যান নি।

বর্ষাকালের বেশী দেরী ছিল না, তাই তাঁকে সেখানে বহুদিন ধরেই অপেক্ষা করতে হবে। এই দেখে তিনি শ্যামরাজার কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন, "আমি শ্যামদেশ জয় করতে আসিনি। আমি একজন বোধিসত্ব। আমি সত্যধর্ম্ম প্রচার করতে এসেছি। তোমরা আর নগরের দ্বার বন্ধ করে থেকো না। আমাকে তোমাদের প্রভু বলে স্বীকার কর। তোমাদের মুক্তির জন্য আমাকে আসতে দাও।" পেগুতে তেলেঙদের সঙ্গে আলঙফয়া নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল, একথা শ্যামবাসীরা জানত। তাই তারা আলঙফয়ার কথা বিশ্বাস করল না। আলঙফয়াকে নগরের দ্বারও খুলে দিল না। তারা আলঙফয়াকে ঠাট্টা করে বল্ল, "ফয়াকে আমরা দ্বার খুলে দিতে রাজী আছি, আলঙফয়াকে আমরা কেমন করে বিশ্বাস করি।"

মৃত্যু

সৈন্যরা অযোধ্যা অবরোধ করে আছে এমন সময় একদিন আলঙফয়া অসুস্থ হ'য়ে পড়্লেন। রাজবৈদ্য এলো কিন্তু অসুখ কি তা ঠিক্ করতে পারলো না। আলফয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগ্লেন। তিনি শুধু বল্‌তে লাগ্লেন, "জীবনে আমি প্রথমবার বিফল হ'লাম। শ্যামবাসীরা আমায় বড় লজ্জা দিল। আমার আর বেঁচে থে'কে লাভ কি? আমার মরণ ভাল।" সেনা-পতিরা তাঁকে প্রবোধ দিতে লাগলো, আপনি সে'রে উঠুন। আমরা সবা-ই প্রাণ দিয়ে হলেও শ্যামদেশ জয় করে নেব। আপনার মা-বাপ আপনার নাম রেখেছিলেন, "অঙজেয়া", আপনার কখনও পরাজয় ঘটতে পারে না।" যতই দিন যেতে লাগলো, ততই তাঁর অসুখ বাড়্‌তে লাগলো। নিরাশায়, লজ্জায় আর রোগ-যন্ত্রণায় তিনি কাতর হ'য়ে পড়্লেন। তখন তিনি তাঁর ছেলে মঙ্গলৌ আর তাঁর বন্ধু মিনখঙ্গ নারাটাকে ডেকে বল্লেন, "চল, চল, ফিরে চল, আমায় আমার জন্মভূমিতে নিয়ে চল! যে দেশে প্রথম নিশ্বাস নিয়েছিলাম, সেই দেশেই আমায় শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে দাও! মা, মা আমার! সারা বিশ্বের মধ্যে রম্যভূমি বলে তাঁকে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বল্‌ত বর্ম্ম। আমার সেই জন্মভূমির কোলে আমায়

মরতে দাও।” রাজার আদেশ পেয়েই বর্ম্মাবাহিনী দেশের দিকে ফিরে চল্লো! এবার সোজা পথ দিয়ে তারা যেতে লাগলো। মেনাম নদীর উপত্যকা দিয়ে প্রথম তারা এলো রেহাঙ্গ, রেহাঙ্গ থেকে পশ্চিম দিকে ফিরে গেলো মেয়াওডি। তারপর সেখান থেকে তারা নিজেদের রাজ্যে প্রবেশ করলো।

শ্যামবাসীরা যখন টের পেল, বর্ম্মারা পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তা'রা বর্ম্মাসৈন্যদের আক্রমণ করল। বর্ম্মা সৈন্যদের পেছনে ছিলেন, সেনাপতি মিনখঙ্গ নারাটা, তিনি ৫০০ মণিপুরী অশ্বারোহী আর ৬০০০ বরকন্দাজ সৈন্য নিয়ে শ্যামবাসীদের বাধা দিতে লাগলেন। তাঁর সৈন্যদল আলঙফয়ার কয়েক মাইল পেছনে ছিল। শ্যামবাসীরা তাঁদের দলকে যখন প্রায় ঘিরে ফেল্ল, তখন সৈন্যরা বল্ল, “আদেশ দিন্, আমরা রাজার কাছে ছুটে যাই, এমনি করে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেওয়া অনর্থক।” মিনখঙ্গ নারাটা বল্লেন, “আমরা যদি রাজার কাছে ছুটে যাই, তা হ'লে যুদ্ধের কোলাহলে অসুস্থ রাজার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। রাজার সুখের জন্য কে প্রাণ দিতে অনিচ্ছুক আছ বল?” সবাই বলে উঠল, “আমরা রাজার জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে পলে পলে মরতে রাজি আছি।” মিনখঙ্গ নারাটার সৈন্যদল অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিল। তারা নিজেরা শত্রুর সমস্ত আঘাত বুক পেতে নিয়ে রাজাকে

নিরাপদে নিজেদের রাজ্যে নিয়ে গেল। রাজা আলঙফয়া কিন্তু তাঁর প্রিয় রতনশৃঙ্গে ফিরে যেতে পারলেন না। শেটন জেলার বিলিন মহকুমার কিনউরা গ্রামে তাঁর চতুর্দ্দোলা এসে পৌঁছাল। তিনি বাহকদের থামতে বল্লেন। তখন উষার প্রথম আলো পূর্বদিকের আকাশ রাঙিয়ে তুলেছে। ঘুমচোখে দু'একটা পাখী ডেকে উঠ্‌ছে। রাজা চতুর্দ্দোলার উপর উঠে বস্‌তে চাইলেন। তাঁর ছেলে মঙ্গলো তাঁকে ধরে বস্‌ল। তিনি পূর্বমুখী হ'য়ে বসে জড়িত কণ্ঠে বল্লেন, "কি সুন্দর আমার দেশ! কি সুন্দর তার আকাশ!" তারপর ধীরে ধীরে চোখ্‌ বুজলেন। গভীর শান্তিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। সেই শ্বাসের সঙ্গে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল! মৃত্যু সময় (১৭৬০ খৃঃ) তাঁর বয়স হয়েছিল মোটে ৪৬ বৎসর।

প্রিয় রাজা, প্রধান চালকের মৃত্যু হ'ল। কিন্তু সেনাপতিদের কারও চোখ হ'তে এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ল না। কর্ত্তব্য তাদের দেহ ও মন দুই কঠোর ক'রে দিয়েছিল। কি জানি যদি সেনারা রাজার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে, আর অগ্রসর হ'তে রাজি না হয়, যদি বা তা'রা বিদ্রোহী হয়ে সেনাপতিদের কথা শুনতে না চায়, এই সব আশঙ্কা করে সেনাপতিরা আলঙফয়ার মৃত্যু সংবাদ গোপন করে রাখলেন। তাঁর হুকুম

যেমন রোজই বের হয়, তেমনই বের হ'তে লাগলো। সৈন্যরা ভাবলো তাদের রাজা আলঙফয়া বেঁচেই আছেন। এদিকে বিশ্বস্ত ঘোড় সওয়ারের মারফৎ রাজার মৃত্যু সংবাদ রাজধানীতে পাঠান হলো। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দজী রাজধানীতে যাতে কোন বিশৃঙ্খলা হ'তে না পারে তার ব্যবস্থা করলেন। তারপর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে করে রাজার শবদেহ নিয়ে যাবার জন্য ইরাবতী দিয়ে ভাটি নেমে এলেন। নন্দজী যখন রেঙ্গুনে এসে পৌঁছাল, তখন রাজার শবও রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছে ছিল। রেঙ্গুনেই প্রথম রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হলো।

শব-সংকার

রাজার শব রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন চলতে লাগলো। হাজার হাজার নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল। নৌকাগুলি নানা রঙের কাপড়ে মোড়া হ'ল। নানা রঙের পতাকা উড়তে লাগলো। নৌকাগুলির মাঝখানে ছিল রাজার বজরা। রাজবজরায় রাজছত্রের তলে রাজার শব। শব নিয়ে যখন যাত্রা করলো, তখন অসংখ্য জয়ঢাক বেজে উঠলো। তার শব্দে আকাশ

কেঁপে উঠ্‌ল। হাজার বাঁশী বেজে উঠ্‌ল; করুণ বাঁশীর সুরে আকাশের তারার বুকেও কাঁপান জাগ্‌ল, সংসার বিরাগী ভিক্ষুণীর চোখেও অশ্রু দেখা দিল। হাজার হাজার নরনারী এসে পথে পথে রাজার শবের উপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেল। দিন রাত ভেদ নাই, বজরা বেয়ে চল্লো; শেষে রাজার শব রতনশৃঙ্গে গিয়ে পৌঁছাল!

রতনশৃঙ্গে সাতদিন ধরে মহোৎসবের আয়োজন হ'ল। একদিকে অষ্ট প্রহর অন্নকূট! ভিখারী, নারী, ছেলে-বুড়ো, নর-নারী ভেদ নাই, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত সকলকে খাওয়ান হচ্ছিল! সকলে প্রাণভরে খেয়ে তৃপ্ত হচ্ছিল! অন্যদিকে নানা আমোদের আয়োজন হয়েছিল। কোথাও ছেলে-মেয়েরা, কোথাও যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে বেঁধে আত্মহারা হ'য়ে নাচ্‌ছিল। কোথাও কথক ঠাকুর কথকথা কর্‌ছিল। কোথাও বা পোয়ে অভিনয় হচ্ছিল। হাজার রকমের বাজী আকাশে উঠছিল' তার শব্দে কাণে তালা লাগছিল, তার আলোর ছটায় চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছিল। দূরে দুর্গের কাছে সৈন্যদের মধ্যে নানা কসরতের প্রতি-যোগিতা হ'চ্ছিল। ঘোড়দৌড়, বর্শা ছোঁড়া, কুস্তি, অসিযুদ্ধ, এমনি হাজার রকমের খেলার প্রতিযোগিতা চল্‌ছিল, কত নাম কর্‌ব? নগরে কোথাও কারও মুখে এতটুকু বিষাদের ছায়া নেই! বর্ম্মাদের আত্মীয়-স্বজন

ম'লে তারা শোক করে না। তারা মনে করে সংসারের যা দুঃখ তার হাত হ'তে মুক্তি পাওয়ার পথই হ'চ্ছে মৃত্যু! বর্ম্মারা এত ঘটা করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে শব নিয়ে যায় যে, তোমরা দেখ্‌লেই মনে কর্‌বে এ বুঝি বিয়ের শোভাযাত্রা, কোন বর যাচ্ছে। বিয়ে কর্‌তে যাবার সময় বর্ম্মারা আমরা বাঙালীদের মত শোভাযাত্রা করে যায় না, একথা মনে রাখলেই বর্ম্মা-দেশে শোভাযাত্রা দেখলে কিসের শোভাযাত্রা সে সম্বন্ধে তোমাদের আর ভুল হবে না।

সাতদিন মহা উৎসবের পর আলঙফয়ার শবদাহ করার বন্দোবস্ত করা হ'ল। আলঙয়া শিকারীর ছেলে হ'লেও তিনি ছিলেন রাজা। তাই তাঁর শব সাধারণ লোকের শবের মত কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো না। দাহ করার ব্যবস্থাই করা হ'লো। বর্ম্মাদেশে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষু বা রাজা-রাজড়াদেরই শবদাহ করা হয়, আর সাধারণ লোকের শবই কবর দেওয়া হয়।

রাজার শব মধুর মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে পচে নষ্ট হয়ে না যায়। মধুর মধ্য হ'তে শব উঠান হলো। তারপর তাঁকে পবিত্র বর্ম্মার সাত নদীর জলে স্নান করান হ'লো। চন্দন-কুঙ্কুম মাখিয়ে, নূতন রাজ-পোষাক পরিয়ে শব চিতার উপর তুলে দেওয়া হলো। চন্দন কাঠের চিতা সাজান ছিল। আগুণ দেওয়া মাত্র

চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ল। বৌদ্ধ শ্রমণেরা পবিত্র গাথা সুর করে গান করতে লাগ্‌লেন। মণিপুরী জ্যোতিষীরা বেদমন্ত্র পাঠ করতে লাগলো। দূরে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে "সোয়োবোথা, সোয়োবোথা" বলে হুঙ্কার করে উঠ্‌ল। বর্ম্মা নরনারী উচ্চকণ্ঠে "আলঙফার জয়, আলঙ-ফয়ার জয়" বলে জয়ধ্বনি করল। বাদ্যধ্বনি আর আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আলঙফয়ার দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল। দাহ শেষ হয়ে গেলে, বর্ম্মা নরনারী চিতা প্রণাম করে, ঘরে ফিরে গেল!

সোয়োবোর ডেপুটী কমিশনারের নিকট আলঙফয়ার চিতার উপর একখানা স্মৃতিফলক এখনও আছে, তা'ও ভুল ইংরাজীতে লেখা। তা ছাড়া তাঁর চিতার উপর আর কোন মঠ-মন্দির নেই। চিতার উপর মঠ তুল্‌বার প্রথা বর্ম্মায় ছিল না, তাই বর্ম্মারা তাদের প্রিয় রাজার কোন স্মৃতিমন্দির তৈরী করেনি। কিন্তু তাদের মন হ'তে আলঙফয়ার স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি, আলঙফয়ার নাম করলেই তারা শ্রদ্ধায় মাথা নত করে!

আলঙফয়ার বিস্তৃত রাজ্য এখন ইংরাজের হাতে। তাঁর প্রপৌত্রের পৌত্র রাজা থিবমিনের কাছ থেকে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজেরা এই রাজ্য জয় করে নিয়েছে।

তোমরা এখন বর্ম্মায় গেলে, সেই রম্যদেশের সুন্দর

শোভা দেখে মুগ্ধ হবে, কিন্তু কোথাও আলঙফয়ার কীর্ত্তির এতটুকু চিহ্নও দেখতে পাবে না। স্বজাতিবৎসল, স্বদেশভক্ত, নির্ভীক বীর আলঙফয়ার দেহ বর্ম্মার মাটিতে মিশে তাকে—পবিত্র করেছে। আলঙফয়ার মত আরও কত স্বদেশভক্ত বীরের দেহ ভস্ম সেই দেশের মাটিতে মিশে আছে। কত ভক্ত, কত কবি, কত সাধু, সাধ্বী; কত ভিক্ষু ভিক্ষুণীর রক্তবিন্দু তার জলকণায় মিশে গেছে। তোমরা শ্রদ্ধাভরে সেই রম্য দেশকে প্রণাম ক'র। সেই দেশের লোকদের আপনার ভাইএর মত ভালবেসো। ভগবান তোমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন, তোমরাও সবাই আপনাদের সুকীর্ত্তি দিয়ে জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে!

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

দেশোদ্ধার

(যন্ত্রস্থ)

ছেলেদের জন্য লেখা গল্পের বই।

আমাদের দেশের পৌরাণিক অমর অবদান দেবাসুরের কাহিনী অবলম্বনে সুকুমারমতি বালকগণের কোমল বুকে ধর্ম্মের প্রেরণা ও দেশপ্রীতির দ্যোতনা জাগাইবার উদ্দেশ্যেই পুস্তকখানি লিখিত। বিদ্যালয়ের অসাড় ও একঘেয়ে বই পড়িয়া ছেলেদের মন যখন অসাড় ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ঠিক তখনই এইরূপ এক একখানি বই তাহাদের জীবনে আনন্দ, কল্পনায় নূতনত্ব—চরিত্রে মাধুর্য্য দান করিবার সাহায্য করে।

ছাপা ও লেখার ভঙ্গী সমস্তই ছেলেদের চিত্ত কর্ষণ করিবে।

মূল্য ॥০ আট আনা

"মৃত্যুদূত"

(যন্ত্রস্থ)

কথা সাহিত্যের ভিতর দিয়া বিপ্লবী জীবনের মর্ম্মন্তুদ বাস্তব ইতিহাস। আঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়া মুক্তির ডাকে ছন্নছাড়া জীবনকে যাহারা বরণ করিয়াছে—দেশের কাছে কখনো বা আশীর্ব্বাদ কখনো বা অভিসম্পাৎ লাভ করিয়া যাহারা বিপদচারী জীবনকে সার্থক ও সফল করিয়া চলিয়াছে—ছোট ছোট গল্পের ভিতর দিয়া লেখক তাহাদেরই ব্যথার চিত্র সুনিপুণ ভাবে আঁকিয়াছেন।

মূল্য ১৲ এক টাকা।